প্রথম পর্ব

॥ গদাপর্ব্ব ॥

—০—

৭ শ্রী কৃষ্ণায় নমঃ

প্রথমে প্রনামো পড় ব্রহ্মময় শীব।
তার এক অংশে জান জত জত জিব।।
জেহি জেহী যোনিত উপজে কর্ম্মপাকে।
তাতে তাতে তোমাত ভক্তি জেন থাকে।।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা পুছে কহিয়ো সঞ্জয়।
পাণ্ডবে আমার সৈন্য হৈল যদি জয়।।
কৃপ কৃত ব্রহ্মা অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন।
কী করীল কর্ম্ম তারা কহ বিবরন।।
সঞ্জয় বলতী কথা শুন যে সেনার।
রথি রথ সারথি পদাতী অনুসার।।
মাহুত সহিতে গজবাজী অন্যবল।
সেনাপতি বর্গ বন্ধু সোদর সকল।।
মরে গেল দুর্য্যোধন হৈল নীরুপায়।
শরঘাতে আরো জর্জ্জরিত হয়া কায়।।
ব্যথায় বিকুল হয়া এড়ি বিরমথ।
রন ছাড়ি ভাগি গেল দ্বৈপায়ন হ্রদ।।
পাছে তার মাঝে জল স্তম্ভন করিয়া।
রহিল তক্ষক জেন পাতালে পশীয়া।।
বুকী দিন সূর্য্য জেন মেঘ মণ্ডলিত।
ডুবি গেল দিন অস্তাচলে জেন ডুবেনীত।।
শিখর জেন গিরি সব উন্নত হৈল পশী।
জেন অমাবাস্যাত দিন লুপ্ত হৈল শশি।।
কৃপ সুত ব্রহ্মা অশ্বত্থামা তাত পরে।
না দেখিয়া দুর্য্যোধন রাজাক সমরে।।

কেমেকো না রহি ভিমোজনে যাত্রী রণ।
রাজার অনোষে পিছে করিল গমন।।
বনত তরুর ছাওঁয়া পাগ্যা অতিরায়।
ত্রানু হৈছে ততো তাত না হৈল বিত্তুম।।
দুর্যোধন নৃপতিক করিতে বিচার।
দ্বৈপায়ন ওমে হ্রদের পানীনু পাছে পার।।
রণমধ্যে গদার ক্রমে হৈছে পাক।
ভিমোবীরে বনত জানীল দেখিতাক।।
এহি হ্রদমধ্যে রাজা দুর্যোধন আছে।
শুন প্রভু পাণ্ডু হৈর্ণ যুদ্‌ ঁ জানী পাছে।।
জয়ধ্বনি সংঘে নানা বিধ বাদ্য হৈল।
জিনীলো রংগে কোলাহল হৈল।।
বনিকে বানিজ্য নয়া সাগর তরীব।
মনত আবার জেন আনন্দ বীনীল।।
সেহিমতে যুদ্‌ ব সাগরের হয়া পার।
আনন্দের বীরা নাঝিঁ পাণ্ডবী সেনার।।
হেনকালে গুরুপুত্রে তোবার পুরক।
বোলে রাজা জলে পশিআছ নিরার্থক।।
পক্ষিপুত্রে হারে কীবা কেতুর বর্ণক।
পান দু পাকা বেক রণে সংহারিলো জবে।
মনের সংকল্প সংকল্প রাজা পূর্ন হয় তবে।।
আজি মোর সংগ্রামে বিক্রম দেখি তুমি।
যরিজাব কিবা অপাণ্ডবা করো তুমি।।

ঔঠি জন তেজি রাজা সমরক চল ।
জিনী জনি পুনরপি পাইবা সকল ।।
মরীলেহো অর সর্ব্বক পাইবা জাই ।
উভয় প্রকারে তান মন্দ মাজে নাহি ।।
নষ্ট হৈল সকলে রহিছি মাত্র চারী।
তোমার এ মুখ দুঃখ কিকী সহিবাক পারি।।
পাণ্ডবের মহামহোগ্রুরে সুনী শালে।
না সহে সহিলে প্রাণ জিয়া আছি কেনে।।
রাজা বোলে শুন আজি দূর শোক মোর।
কালি উঠি গুরুতর যুদ্ধ দিবোঁ ঘোর।।
কিন্তু ভ্রাতৃপুত্র ক্ষতি চতুরঙ্গ দল।
মরি গেল অসহায় রহিছো কেবল।।
তথাপিতো মোর কাক ভয় মাত্র নাহি ।
শোকতে ব্যাকুল হয়া রহিছো এঠাই।।
অশ্বত্থামা বোলে যুক্তি যুক্তি ভজিবো সহায়।
পাঞ্চাল দলক না দলিজ্ঞা কুরু রায়।।
না বধাইবো পত্তিরের কবচ সর্ব্বথা।
মিথ্যা নহে সবে সত্য কহিলো এ কথা।।
কৃপাসুত প্রথ্যারো বুদ্ধিন সে কালত ।
অশ্বত্থামা জে বুদ্ধির আধার সেহিমত।।
সমর জিনিঞা আজী পাণ্ডব সবার।
রণবীর্য্য বাড়িয়াছে আনন্দ অপার।।
তাসাক জিনিবোঁ হেন করীবোঁ উপায়।
দুলে রহি চারী বিরে এহি মন্ত্রণায়।।

সঞ্জ রূহ বদতী শুন রূদ্র কুরুপির।
কুরুক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধ জিনি যুধিষ্ঠির।।
রনভূমী বিচারি চাহিলো তাত পাছে।
দেখে দুর্যোধন নাহি আর মনে আছে।।
যুদ্ধ পড়ি আছে জেন নাহি যুথনাথ ।
কৃপসুত দ্রোণা অশ্বত্থামা গেছে সাথ।।
ভ্রাতৃগন সংগ্রে হয়া চিন্তিত হৃদয়।
কৃষ্ণ সংগ্রে চলি গেল আপন নিলয়।।
জিনি রাজ্য নতীন তথাপী নৃপতীর ।
সুখ নাহি ভাবি ভাবি চিত্ত নহে স্থির।।
মনে বোলে সকল বংশ করি ক্ষয় ।
ভাগি গেল দুষ্ট দুর্যোধন দুরাশয়।।
সঙ্গে গেছে কৃপ অশ্বত্থামা কৃত ত্রাতা ।
সবে মহাকায়া শবরত উগ্রকর্ম্মা।।
ভয়শীলী কেহ হারা রনছাড়ী জায়।
না জানী কোনবা গোটে করিছে উপায়।।
অনুমানে জানো মহামানি দুর্যোধন।
করি মহাতপস্যা জিনিব ঘোর রণ।।
অবশ্য সাধিব বাপি আপনার কথা ।
সে কারণ আবার কঠিন হৈব রথা।।
তপের প্রভাবে অগ্নিসম হয়া লোকে ।
সবর বররণ্যো জেন দহিবেক লোকে।।
শত্রু শেষ থান রহিলেক্যো ভালো নাকি ।
বিশেষত দুর্যোধন অনর্থের সাই ।।

৩(খ)

বিষাদে বিকল হয়্যা বুলিল নরেশ ।
দুত মকরক আনী করিল আদেশ ।।
কথা আছে দুর্য্যোধন আনী জিজ্ঞাসীত ।
যদু পাইলে কাজে আমী মোক বার্ত্তা দিব।।
ব্যাকুল হৃদয় মোর সুস্থ হয় তবে ।
শুনি বিচারিতে চলি গৈল দুত সবে ।।
সেজেনা ভীমের ভোজনের প্রয়োজনে ।
তারে বাই বাংশ রাশী আনে ব্যাপথনে ।।
পঞ্চিদুদে চুক রয় আকুল হয়্যা তাত।
গৈলু দ্বৈপায়ন হ্রদ আছনু অজ্ঞাত।।
কৃপকৃত দ্রোণ্যা অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন ।
চারিজনে অতেক করিল আলোচন।।
শুনি ব্যাধে বোলে আজি কিনু সুপ্রভাত ।
একথা মস্তরে জায়্যা জানাইবো রাজাত ।।
পাইবো পূর্ণ প্রসাদ অত লাগে মানে ।
একুলি করিল সুশীতল জল পানে ।।
পাছে ভীম যথা আছে তথা গেল চলি ।
নমী ভক্তিভাবে করিলন্ত কৃতাঞ্জলি ।।
জোগাইলেক জোগানের বাংশ দশভার ।
পাছে দুর্য্যোধনের কহিল সমাচার ।।
আজী প্রভু প্রীত হইয়া পঞ্চসুদে ।
গৈলো দ্বৈপায়ন নাম হ্রদ মনোরথে ।।
তথা কৃপকৃত দ্রোণ্যা দ্রোণী দুর্য্যোধন ।
চারি বিরে করিতে লাগিছে আলোচন।।

রাজধি কালি আমী দুন্দ্ব দিব অবশ্যে তোমাক ।
জানী আইলো যে দোষ্ট উচিত করা তাক ।।
হেন শুনি জীবের উপর্জ্জ হৈল দুখ ।
ম মরিবে বড়িলনু জেন মুদ্ধ মুখ ।।
তাত পাছে ব্যাধক বরিয়া মহাজাল ।
হৈল নিজ্ঞা যুধিষ্ঠির নৃপতির আগ ।।
দেখি ব্যাধে রাজাক করিল নমস্কার।
সবিশেষ রাজাত কহিল সমাচার ।।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির নৃপতি প্রবীন ।
সন্তোষ সাগরে জেন হৈলেন বিলিন ।।
* দেখি ব্যাধে রাজাক করি নমস্কার *।
বিস্তর প্রসাদ দিয়া তুষীল ব্যাধক ।।
মঞ্জ জয় বসতি শুন নৃপ্র নরেশ্বর ।
সাজ সাজ বলি যুধিষ্ঠির তাত পর ।।
দিল্লে দুন্দুভে বাজা হৈল মাহাবল।
চলিল সুমিল মাজে চতুরঙ্গ দল।।
হেদি মৎস্য কৈকেয় সৃঞ্জ্ঞ রাজ্য পাণ্ডু দল।
চলিল রাজার সংগে পাঞ্চাল সকল।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শীঘ্র শীখণ্ডি সাত্যকী মহক্রোধে।
চলিল পাণ্ডব সব রণক উদ্দোগে ।।
চতুর্দিশে সাগর আকার সেনা যায়।
জেন ঘন ঘণ্টায়ে গগন ঢাকী জায়।।
হৈল ভীম ভয়ানক দুন্দ জীবনাদ ।
বরষা কালের জেন মেঘের মযুাদ।।

---

* মনে হয় এই পঙক্তিটি মন্দের প্রয়োজনে এইরূপে রূপ করিয়া পাঠ ক পাঠ করিতে হইবে ।
" দেখি ব্যাধে নমস্কার করিয়া রাজাক " ।

ধনুর টংকারে আরো তৈল হর হর ।
বজ্রপাত শব্ ডাপ নাদে জেন ডর।।
ভেরি রবে ভুমি বিদার করে জেন ।
জয় ধুনি লোকের যুদ্ধ এক বংখিলেন।।
ঘোর দুন দুভীর ধুনি উঠিলা সেকাল।
দ্বিগজ কম্পিতা জেন আয় ভুমী ঠাম ।।
তা সভার মধ্যে কৃষ্ণ শোভা করি আয়।
মধ্য ধ্বজ পুর্ন চন্দ্র প্রভা পরায় ।।
আগে পাছে বিরগন ধ্বজ শোভান।
যেন দুক আরবী জেন দশ দ্বিগপাল।।
পাছে কৃষ্ণ সংগে রংগে যুধিষ্ঠির ভুপ ।
পাইল দ্বৈপায়ন নাম হ্রদের সমীপ।।
কোলাহল কেবল ধুনিক্রীয়া তাতপক্ক ।
কৃপসুত দ্রুণ্য অশ্বত্থমা বিরবর।।
কহিলন্ত শক্রমন্য কুরু আইস্যে শাজী।
উঠ রাজা চারিবিরে যুদ্ধ করো আজী ।।
দুর্যোধন বোলে আজি দুখ হৈছো ঘোর।
কালি নাহি পরে কত শাক্তিরে মোহর ।।
এতেকে রাইবো আজি হ্রদের মধ্যত ।
বাড়বা অগনি জেন করে সমুদ্রত ।।
দুরে রহ তোরা তিনো বির বলশালি ।
প্রভাতে আসিবা ঘোর যুদ্ধ দিব কালী।।
রাজার আদেশে তবে তিনো বলশালী।
তীর ধনু বিদুর ধনক তৈল চলী ।।

সঞ্জয় বদতি কুরুবৃন্দের মূল কথা ।

যৈছে যুধিষ্ঠির দুর্যোধন আছে যথা ।।

মধ্যদেশে দুর্গের বেষ্টিত চারি পাশে।

দরশনে দুর হৈল সবারে প্রকাশ।।

প্রস্ফুটিত কমল উৎপল শোভে তাতে।

উড়িপড়ে ভ্রমরা ভ্রমরি সঙ্গিতে।।

ভরি আছে পরিপূর্ণ সুশীতল জল।

শিরতলে দেখে যেন গগন মণ্ডল।।

মধ্যত উঠিছে পাক সদায় ভুবনে।

দেখি রাজা যুধিষ্ঠির জানিলন্ত মনে।।
জলতলে মায়া বলে রহিছে মায়ায় ।
"করে কি উপায় আরেক মনে আছে ভাবি ।।*

হেনকালে কৃষ্ণ কহিলন্ত তান পাশে ।

মায়াবিক মায়াকরি মারিবার লাগে ।।

মায়াএ বাধনে পূর্ব্বে বলিক ছলিছে।

মায়াকরি হৈল হর রত্নাসুরক বধিছে ।।

নরসিংহে হিরণ্য কশিপুক মায়ায়।

নখাতে মারিছে বিদিন্য করি কায়।।

হিরন্যক সুন্দ প্রেত উপসুন্দক মায়ায় ।

এবমাদি মায়া করি মারিছে মায়ায় ।।

দুষ্ট দুর্যোধনক বুঝিয়ো সে প্রকার।

না কর বিলম্ব শিঘ্রে মায়া করি মার।।

জয়যুক্ত হৈলা পঞ্চ সংহারিলা সবে।

সে সকল বীধ্যা দুর্যোধন জিয়ে রবে।।

মনে হয় ছন্দের প্রয়োজনে এইরূপ করিয়া পাঠ করিতে হইবে :
" আরেক মনে ভাবি আছে করে কি উপায় ।"

ইহাক বধিবা জবে তবেসে তোমার ।
সিদ্ধ হয় হস্তিনা নগর রাজ্য তার।।
যেন মু মুনি কৃষ্ণ ক বুনীর ধর্ম্মরাজ।
মোর বলে প্রভু অধর্ম্মিত নাহি কাজ।।
জদ্যপি করিছে পাপি আপুয় দুর্য্যোধ ।
বাপ্রাএ বারিতে তবোঁ ইচ্ছা নাহি মোর।।
তবে যাপ্রা করি জদি না চলে উপায়।
এতেকে গোচর করো শুন জদুরায়।।
এতে দুর্য্যোধনের মুভাব চক্রপানী।
পীপু কাল হল্লু আবী তালো বড়ে জানী।।
কেহো কোনোখানি যদি করয় ইৎঘিত ।
জনী উঠে অগ্নি জেন যজ্ঞে পাপ্রা ঘৃত ।।
এতেকে দেহাক কদর্থিবো নানা বন্ধ।
সহিতে না পারে জেন মেগবে হস্তা ধনু।।
দেবীবা এখনে জন হল্লু দৈব বাহ্য।
গর্ত্ত হল্লু উঠে জেন চন্দু মগ্ধরাজ ।।
হরীবোলে অগক করিল তবে কাক ।
তান কর্ম্ম বাগে রাজা পীড্ডু করিবাক ।।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির আতৃগন সৎসে ।
জাগ্রা দুর্য্যোধনক বুলিবে দৈন্য ত্যৎসে।।
উঠ রাজা দুর্য্যোধন করি নাশ কর্ম্ম ।
জলে পশিষ্ঠ পশিআছ ছাড়ী ক্ষেত্র ধর্ম্ম।।
বধাইলো দেবব বন্ধু কুটৈব জ্ঞাতীক।
উদ জেন জলে পশিআছে ইনামিক।।

কেহ হয়্যা ক্ষেত্রধর্ম্ম পড়িহরী রণ।
ডরেরে পালাইল জেন জম্বুক জেমন।।
জলপতে জানে দুর্য্যোধন বুলি লোক।
পুরুষার্থ ছাড়িলে হাসীব সর্ব্বলোক।।
নির তেজি ডিরে উঠ হাতে গদা ধরি।
পাণ্ডব হস্তু জেন ঐরাবত করি।।
মারাইলো গুরু ভ্রাতৃ পুত্র পিতামহ।
এখন পালাইল কেনে ছাড়ী বিগ্রহ।।
তথাপি না উঠ জদি প্রাণ রক্ষা কাজে।
তবে তোক ধিক্কারিব মোর কেনে লাজে।।
জদি তুমি জিবনের কাতর এখনে।
শকুনি মামার বাক্যে তবে কী কারণে।।
খেলিয়া কপটে পাশা রাজ্য লৈল ছলি।
বনক পাঠাইলো প্রাণ রখিবা কেবলি।।
রজস্বলা কালে কেশে ধরি দ্রৌপদিক।
লৈলেন সভাক জেন ব্যাঘ্রে হরিনিক।।
বিডম্ব করিলো জত তার নাহি ওর।
এখন পালাইতে লজ্জা নাহি তোর।।
বৈদানিক যুধ্‌ব জ্ঞানী রাজ্য পাবিয়োক।
অথবা সমরে পড়ি চল সুর্গলোক।।
শুনি জলতলে জদি দৈন দুর্য্যোধন।
সাগরে বাড়বানল বাড়িল জেমন।।
ক্ষীরদর্পে দিল যুধিষ্ঠিরক উত্তর।
মরো পাপ তু পুত্র বুঝি যুধ্‌ব বড় কাতর।।

দ্রুপদে আছো জিহেতু না জান তার মর্ম্ম ।
দরবারিষ আরো পরিবারে বির কর্ম্ম ।।
দুন গুরু পাণ্ডবের অন্ত ভুত সমরে।
দ্রোণ ভীষ্ম আদি বীর যেন যমঘরে।।
পিতামহ ভীষ্ম ভুরীশ্রবাদর্ত ।
আরো অমৎপ্যাত বির যেবা দ্বিব কত।।
রথ গজ বাজি সৈন্য আরো ভাতৃচয় ।
সবে গৈলো শোকে আমি অছোহো একায়।।
রথ সবে মারথি যোহর গৈলো মার।
অস্ত্র শস্ত্র নষ্ট হৈল সবাবার সার ।।
কীমতে সমর করো এহি ভাবি ভুপ।
রহিছো হ্রদতল যোঁকাত স্বরূপ।।
সুবর্ণ ধারিলে লোকে যার্মি হাসীব সর্ব্বদা ।
এতোবানি জ্ঞান মোর নাহি কিছি দানা।।
পশ্চিমতে ভানু হৈছো সুন্দ হয়া যাছে।
দুর্দ্ধ পিব অবন্যে বনত মোর আছে।।
যুধিষ্ঠির বোলে তবে শুন পদ্মহরী।
দুর্দ্ধক সম্মুখ হৈছো হাতে গদা ধরি।।
পুত্র দুর্দ্ধ জিনি রাজ্য লেও ততকাল ।
দেবানু লোকক আজি সবার আম্বার।।
যেন মুনি দুর্যোধন বুলিলন্ত তাক ।
দুর্দ্ধা নাহি মোর আরো রাজ্য করিবার।।
সবে যেন আশীবাদ হৈলো অবশেষ।
তাক লয়া আমোদ করিবো রাজ্য দেশ।।

---

* সম্ভবত লিপিকরের ভ্রমবশতঃ এই লাইনের একটি বর্ণ বাদ পড়িয়াছে অর্থাৎ হওয়া উচিত ছিল ঃ
" রহিছো হ্রদতলো যোঁ কাতর স্বরূপ।"

পরাজয়ে পারো যদি জুদ্ধ জিনিবাক।
তথাপিতো রাজ্য দিবো তোমোরা সবাক।।
একেশ্বর তুমির কিশের রাজ্যভার।
জতনাথে দুখভোগ ভুঞ্জ জিলো অপার।।
রংগে রাজ্য কর সংগে লয়া অনুচারী।
অবশ্যক জাইবো আমী তুম্ভ চর্য্যধরি।।
সুনি হাসী বুলিতে লাগিল জুধিস্ঠির।
সেজে বাক্য সুনি করতে জেন চিরে।।
কিনো দুর্য্যোধন তোর বচন বিচিত্র।
সুচি হই জায় জেন সরির পবিত্র।।
কৃষ্ণ সেহে জেবেনা ছলিহা দেবোতুষী।
কদাপি না দিবো আমী সুচি অগ্রভুমী।।
সবে রাজ্য দেয় আজি তেজিআ বীবুদ্ধ।
একোএ না লাগে উঠি দেহ বায় জুদ্ধ।।
করিব কাহার বাদে এতেক পাস্কান।
নীজাকী কুবল হই সাছাতে কৃকান।।
না দিলেত্তো রাজ্য আজি তৈবো তোকধারি।
কাঁদতে বনক জতয় হবা তুম্ভ চারী।।
ইৎদানীক সকুনি সহিতে কী কারণ।
না করিপ মন ক্লনা প্রাণের প্রত্যোজনে।।
তোর জদি আবাতে এমত সুন্ধভাব।
বিশ খোয়া কেনে বান্ধি হাত পায়।।
অগাধ পংথার জলে কেলাইল টানি।
জতুগৃহেত নথত অগ্নি দিল রাত্রি আসী।।

আরো জত করিলো বা করিবো কতেক।
তার সব দোষ করো উঠি যুদ্ধ দেক।।
সত্য দ্রুম্ব বসতি সুন নৃপতি তিলক।
দুর্য্যোধনে শুনি সেজে নিষ্ঠুর বাক্যব।।
জলি কোপাগ্নিত অগ্নির জেন গোরে।
চতুর্ভুজ দণ্ড চাহি অপর আরকে কাপোরে।।
কসে উঠে কসে বৈসে গদা ধরি রোষে।
ধরম্রাণে বাতাসে বুদের জন সোষে।।
করে কর ঘষি বোলে সুন যুধিষ্ঠির।
আছে তোর মধ্য কতোক সুধি বির।।
সহদেব নকুল অর্জুন ভীমসেন।
শিখণ্ডী শত্রুঘ্ন পাঞ্চালী দৃষ্টদ্যুম্ন আদিজেন।।
সবস্তরে আছেঅস্ত্র শস্ত্র রথ ধনু।
পিন্ধিয়া কবচ দৃঢ় করিআছে তনু।।
গদা ব্যতীরেকে কোন অস্ত্র নাহি মোত।
তথাপি তো না মাগো অস্ত্র শস্ত্র তোমাত।।
ন্যায় যুদ্ধ মাগোমাত্র নমাগো ছোঁ আন।
গোটে গোটে করি মার দেহ দুর্দ্দান।।
কিবা তুমি যুঝ কিবা যুঝে ভীমসেন।
অর্জুন যুঝমু কিবা নকুলে যুঝেন।।
সহদেব যুঝে কিবা যুঝমুক হরী।
সাত্যকী যুঝোক তাক হৈৎপিত না করি।।
দৃষ্টদ্যুম্ন আদি আর পাঞ্চালেক কয়।
উঠি উঠি যুঝমুক কাকো নাহি ভয়।।

ন্যায় যুদ্ধ হৈলে তোমা জিনে না পারিব লোক।
অন্যায় করিল তবে কি করিব শোক।।
দেখ এক বীর নাহি তোমার সমায়।
অন্যায় মারিলা যদি দেব যথাবয়।।
পিতামহ মরিল পড়িল গুরু দ্রোণ।
অন্যায় করিয়া ন মারিলা কোন জন।।
মাহাধনুর্দ্ধর কর্ণ সমরে দারুণ।
একে যুধে তার বর্ণিবো কতগুণ।।
তার তেজে নিস্তেজ পাণ্ডব সব জন।
সূর্য্যের আগতে যত উদিত যেমন।।
বজ্রকণ্ঠ ন কালপৃষ্ঠ ধনুর টংকারে।
সমরে সমুদ্র গর্জ্জ গর্জ্জিত বিষাদে।।
হীনপ্রায় পাণ্ডব জাহার প্রতাপত।
হেন কর্ণ বধে তোর অ ন্যায় যুদ্ধত।।
হেন শুনি ধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম তার জানী।
গুরু কহিলিতে কৈল বাক্য সব বানী।।
মৃত্যুকালে লোকের স্বভাব হয় তীর্থ।
আজি দুর্য্যোধন তোর দেব দেখি চিহ্ন।।
কত ধর্ম্ম করণাইস দেহি দেখীবা বিশদ।
তোর মুখে নাহি শুনি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ।।
নীচলোক আপদত কত হয় অনুব।
আপদত মরণায় ধর্ম্মের স্মরণ।।
এহি ধর্ম্ম যাকে জনে সে জেনে নিশ্চিত।
দেখি অভিমন্যু কৈল পুত্রক বধিত।।

সত্য পালী আছিলেন বন্দী পিনাকী অংশে ।
বন বাসে পঞ্চ ভাই আছে পত্নি সংগে।।
তাতে চাহিবাক গেলো যোগ আজ্ঞা হলে।
জেনে না গন্ধর্ব্ব তোক বান্ধি নিল বলে।।
শুনি যুধিষ্ঠিরের সে যে নিষ্ঠুর কথা।
দুর্য্যোধন বোলে অজ্ঞানর ছিদ্র দেখা।।
যেমতে বন্ধু হৈল যেন যথান্ধ বারণ।
ধার্ত্তরাষ্ট্র শীঘা বলো এ নিশ্চয় করি মন।।
ধান দোলে কম্পান্ন জন তীরে ভয়রীন।
যুধিষ্ঠির ভেদিয়া যেন দিগ্গজ উঠিল।।
গদা ধরি সেবেনা সোভীরে অতীরেক।
আশীষ বান দ্বার যেন ধরি রূপে এক।।
প্রলয় কালত যেন রুদ্র অবতার।
হাতে শূল হুয়া আইল করিতে সংহার।।
সবে হত সরিরত বুধিরন বহে।
সেতু পর্ব্বতের যেন সেতু ধারা বহে।।
বাহিঁয়ার যেমতে করে গর্জ্জন দ্রু গজ রাজন।
কুপীত নাবীহ যেন শ্রাবণের ঘন।।
বুধিবাক আরম্ভ করয় বিরধর্ম।
কোপে প্রাণহারে যেন কালান্তক সর্প।।
সোরে লোক বুধিবাক যেন কোনে আগুয়ায়।
আইলোক সমুদ্র যার না করে অন্যায়।।
বিরত্য বিপুন ----- বিকবচ তনুযোর।
আরো পরিপ্রুবে তাত প্রাণ দৈবো মোর।।

তথাপী তোমাক শংকা নাহিকে আমার।
কি করিতে পারে প্রকাশক অন্ধকারে।।
মরিলে পাইব মুই স্বর্গ জয় হয়।
ভুল না অর্দ্ধ আছে এ তারনা নয়।।
যুধিষ্ঠির বোলে শুন দুর্য্যোধন বাণী।
ষেষচে বারম্বার কেমনে কেনে বোল হেন বাণী।।
দৈত্যোক কবচ দি পিন্ধ্ব এর বিচিত্র বেশ।
নায় যুদ্ধ দৈব যমে না করিবা ক্লেশ।।
পাক মন প্রভুকে পাণ্ডব ভুবন জত আছে।
জাকে তোর ইচ্ছা তাকে যুদ্ধ দেহে পাছে।।
নাথ্য যুদ্ধ দৈব শুনি কুরুরায়।
পিন্ধি হেন কবচ উজ্জ্বল দৈল কায়।।
তেজে পূর্ণ পর্ব্বত পরায় শোভা হৈল।
পিন্ধিয়া কৌরিটী জেন দুর্য্যোধন হৈল।।
কোপদৃষ্টি সবে পাণ্ডবক নিরেখিয়া।
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরক বুলিল সম্বোধিয়া।।
তোমার কাহার ইচ্ছা বুলিবাক মোক।
তাক আইচ মোর গদাযুদ্ধ প্রবর্ত্তোক।।
সহদেব নকুল অর্জুন যযুধান।
জাকে পাবো গদা ধরি আইস বিদ্যমান।।
আইসরে পাক মন মৎস্য কেকয় প্রভৃতি।
আজী দুর্য্যোধনক জিনিআঁ পাব জয়।।
যুধিষ্ঠিরে তাহাক উত্তর দিতে চায়।
দেখি তাক কোপে বুলিলন্ত যদুরায়।।

যাহা অভিমানী মুর্খ দুর্যোধন দুরাচার।
তাক কত কটুবাক্য বোলে বারম্বার।।
তোমাক আহ্বান জদি কৈল যুঝিবাক।
তবে নিকি গদাজুদ্ধ দুখী পায় তাক।।
নিশ্চয় করিল এক পাণ্ডবক জবে।
জিনি জদি সবে রাজ্যভার দিয় তবে।।
তার হাতে গদা দেখি সবে কম্পে ত্রাসে।
তাক এত বোল বলা কোন জনা সাহাসে।।
এয়োদশ বৎসর যে কষ্ট রহিয়ে লভীছেন।
ততোধিক দুঃখ দৈব জদি হারীলেন।।
এ যে দুর্যোধনের গদার যহিবাক।
কোন জনে সীমা দীমা পারে করিবাক।।
হৈহার গদার বাড়ি জেন বজ্রকন্ধ।
সহদেব নকুলের গদাসীবা ধন্য।।
তাকনীকী হৈহার সমান কোনে জেবে।
অর্জুনর গদাযুদ্ধ কেহো নাহি দেবে।।
যুধে সবোসীন তাঙ্ক না দৈব সর্বথা
গদাযুদ্ধ যে পারিব সুন তার কথা।।
বায়ুর পুত্র ভীম মাহাবলি আর।
যশদণ্ড সব চণ্ড গদাদণ্ড আর।।
গদাঘাতে হৈহার হরীব তাঙ্ক প্রাণ।
নাগায় যুদ্ধ তাঙ্ক না পারিব হেন জান।।
তবে তদা বায়ুপুত্র বির ভীম সেন।
মধুর বচনে মাধবক বুলিলেন।।

শুন কৃষ্ণ কৃপাময় জগত নীরাণ ।।
অর্জুনার বন্ধু তুমী আমী তুয়া দাশ।।
জে কহিলা সবে সত্য নাহিকে সংশয়।
তোমার প্রসাদে মোর কাক নাহিঁ ভয়।।
দেখা দুর্য্যোধনক মারিয়া গদাবারি।
মড়িরের জিবতার বলে জৈবো কারী ।।
আছি ধর্ম্মরাজার মনের মনোরথক ।
কে আবো বিএম্বয় মনে যৌক নিরাতঙ্ক।।
অন্য বন্ধু মান এবের দেয় কুতুহক।
কীর্ত্তিচন্দ্র উপার্জ্জিয়া আনন্দক।।
দান মবে ভুদ্ব জজ্ঞ মমপূর্ণিবো আমী।
তুমি মায় অজে পুর হয়া থাক স্বামী ।।
ভীমে এ বুলিব জত তবে দামোদর।
ধন্য ধন্য সাধুবাঁদ করিব বিনম্ভর ।।
আমী জানো এতে দুর্য্যোধনের সমান ।
গদা যুদ্ধ ভীমসেন বিনে নাহি আন ।।
বলে বলিয়াছ বক হিরম্বক বির ।
মারিছ অনেক পুত্র কত্রু রুসক্তি কৃপতীর।।
মাগধ মান্যার কলিঙ্গের জত মানে।
রাজা রাজপুত্রক নিঝাঁয় যমস্থানে ।।
অসংখ্যত মনুষ তুমী শত্রু সমুদ্রক ।
সাধু সাধু ভীমসেন পুরুষ প্রবর।।
ভীমের উৎসুক দেন বাঞ্ছা পুনু জবে ।
রাজাসন মবে যুধিষ্ঠির তাক তবে ।।

ভীষ্মৰ বাক্য শুনিল কৃষ্ণ ক কৰি স্তৱ ।
তোমাৰ সমান নাহি আমাৰ বান্ধৱ।।
তুমী বিনে পাণ্ডৱ দিনতে অন্ধকাৰ হয়।
আজি কৃপা কটাক্ষে ভীষ্মৰ সাধয় ।।
পাছে পাণ্ডু পাক ম সাত্যকী সমন্বিতে।
ভীষ্মক কৰিল পূজা ৰাজা হৰষিতে।।
তবে ভীষ্ম দেনক বুলিল যুধিষ্ঠিৰ।
সাৱধানে সমৰ কৰিবা আজি বীৰ ।।
প্ৰতিজ্ঞা পালন যদি হৈলা বাহুবলে।
খণ্ডে বনবাষ দুৰ্খ তবে সে সকলে।।
এ প্ৰকাৰে বুলিল অপৰ ৰাজাগন।
তবে ৰনে ভীষ্ম পৰাক্ৰমে হৈল মন।।
পাছে যুধিষ্ঠিৰক বুলিল নাৰায়ন।
না কৰিবা প্ৰভু আজি প্ৰতিজ্ঞা পালন।।
তোমাক সম্ভাষা আজি না কৰিব তথা।
পাষানেৰ ৰেখা হেন জানীবা এ কথা।।
বধিবো ভীষ্মক হেন কহিলো তোমাক।
দুইবাৰ হৈল মোৰ একে প্ৰতিজ্ঞাক।।
আজি হনু বল প্ৰগন দুষোক দখীন।
অন্ধকাৰ দুচিলে সুবৰ্ণ হৈব দিন।।
মান ধন কৃষ্ণ ৰ উত্তৰ শুনি কৰি চিন্তি দিল।
তবে যুদ্ধি বাদ্যৰ চিত্ৰ ভীম।।
এহি বুলি বিচিত্ৰ কবচ আনী দিল।
ৰাজাক প্ৰনাম কৰি দিন দিন সজিলে ।।

পাছে রক্ত চর্চ্চন পিন্দিয়া শোভা কৈল।
জেন বুন্দ্ব অশোক র পখনি অলি হৈল।।
সূর্য্যসম মুকুট খণ্ডিত কৈল মুক্ত মুণ্ড।
গদা লৈল হস্তি জেন কৈল উর্দ্ধ শুণ্ড।।
পাছে দুর্য্যোধনের সমুখ হৈল জাই।
দুই মত্ত সিংহে জেন হৈল একেঠাই।।
ইন্দ্র জেন বধিবাক গেলো বৃত্তাসুর।
গেলা ত্রিপুরারি বধিতে ত্রিপুর।।
সঞ্জয় বদতি নরনাথ শুন কথা।
শোভীল তোমার পুত্র গদাধরি তথা।।
সুবর্ণে মণ্ডিতে জেন কৈলাস পর্ব্বত।
গদাধরি ভীমে কৈল প্রকাশ তেমত।।
দুইক দুই সিংহেধি হয়্যা গদাপানী।
সেবেনা বুঝিল উষ্ম দপ দর্প তাক বানী।।
শুন দুর্য্যোধন কেনে সমর লড়ায়।
রাজা হয়্যা রন ছাড়ি কোন ন পলায়।।
ভাতৃপুত্র বীর বন্ধু গুরু পীতামহ।
সবাকে মারায়্যা পড়িহরী বিরগন।।
কেহু হয়্যা ছাড়ি রহিলা তুমত।
নবক্তে প্রকাশ জেন গমিল পর্ব্বত।।
ইদানীক শকুনি সহিতে কি কারণ।
কেনে না করিয় কুট নাট আলোচন।।
জদি তুমি পাপিষ্ঠ এমত ভয়াতুর।
তবে কেনে বিতণ্ড করিলো এত দুর।।

দুর্য্যোধন বোলে ভীম শুনরে অজ্ঞ নি।
মানা চিন্ তি আমাক না বোল মন্দ বানী।।
দ্রুম্ বা আছে দুন্ দুর্ব্ব জানি যুধিষ্ঠিরক বোক।
নাগ্র দুম্ দুম্ সৎকা নাজ নাহি মোর ভোক।।
অঠেক করিচি বিভনু তোমাক।
লাজ নাহি ধীঠ্যে কহিম সে কথাক।।
ম থাযে যুদুষ দ্রাগ্র গর্দ্ধবে বর্দ্ধর।
পানএর ----- মদার দ্রদার আমেকর।।
মঞ্জ জয় বদতি দুদুরন্ ব কর বন।
একেশ্বর আদ্যাপি দুর্জ্জয় দুর্য্যোধন।।
ভক্তো দন্ড না ছাড়য় আপনার।
নিশ্চক হৃদয় জেন শীৎ অবতার।।
দেখী হেদি পাক ল দুঃখ জয় গতী মন্য।
সবে দুর্য্যোধনক স্তুতিল ধন্য ধন্য।।
তবে তথা দ্বৈপায়ন হ্রদনাম কাবে।
তির্থ জাত্রা জ্রমি ক্রমীতে আমীন বলরামে।।
তব্রুতজে অনেক বিস্তার করি গাছে।
দৈব দুয্যো শীব্যো জথা ভূম্ ি করি আছে।।
দেখি পাণ্ডু পাক ল যাদব সমর্প্পিতে।
দুজিল রাবক নমি সংসিত সহিতে।।
ভীম দুর্য্যোধন দুয্যোজমে নমীলেক।
বল ভদ্র সবাক কুশল দুছিলেক।।
কুশলা কুশল কহিলেক সর্ব্বলোকে।
তবে রাম কৃষ্ণ ক বুলিল সন্তোষকে।।

পুষ্যা নক্ষত্র তীর্থ জাত্রা ন করীলো।
সুবনাত হের থাপী এথা উর্তরীলো।।
এত্রে জুদ্ধ হৈব হেন জানিঞা পুর্ব্বত।
ভাবি চিন্তি কহিআছো তোমার আগত।।
তুহ্ম পাণ্ডবের ঘোর বিরিব শমর।
তাতআরা আমার কুটুম্ব সুজ্যোধর।।
এতেকে কদাপি কারো পক্ষ না হইবো।
ঘরত না রহিবো তির্থ জাত্রাত জুইবো।।
এহি বুলী জাত্রা করি হৈল বর্ম্মজানি।
তুমি এথা থাকী কি করিব চক্রপানী।।
কোনমতে না পারিলা দন্দ্ব ভংগিবাক।
নষ্ট হৈব ইষ্ট জ্ঞাতী না রাখিলা তাক।।
তবে সুর্ব্বাপক্ষে জনো হৈল জত রায়।
রাবক কহিল কৃষ্ণ কথা মধুরায়।।
অনেক উদ্যোগ হৈলো ভাংগিবাক দন্দ্ব।
না মানিল তাক দাদা দুর্য্যোধন দন্দ্ব।।
তার ফলে কেতুর কুলের হৈব নাশ।
কারো কেবা রাখে মরে কালে করে গ্রাস।।
মুনি বিধ ঋষি বুলিলন্ত হলদ্ধর।
জাউক কুরুক্ষেত্র সুজ্যোজন অতপর।
জথা সুতি আছে ভীষ্ম শমর শজ্যাত।
সেহার উচিত জুদ্ধ করিব তথাত।।
এতে আঁহে স্রোক মরে কেতুর পরান।
মুনি বরুতুক বুলিল নারায়ন।।

সবান্ধবে পাণ্ডব দুৰ্য্যোধন একেশ্বৰ।
একাকী যে বড় ভ্ৰাত ৰাজাক দৈবভৰ।।
এতেকে আপুনী পুৰুক্ষ কুমুৰ সেনা বৰি।।
ৰথা আদ্যো দাদা দুৰ্য্যোধনক আবৰি।।
সবান্ধবে পাণ্ডব পাঞ্চালগণ সংগে।
মোৰ সংগে আউক কুৰুক্ষেত্ৰ যাহাৰংগে।।
ভীম দুৰ্য্যোধন যেন আনন্দ পুৰুক্ষ।
সসাবে চলি আউক উৎসাহ মুদ্দকে।।
অহি বুলি পাঠিল দুই ভাব সেনাকৰী।
সেন দুই ভাই দুই ভাইক আবৰি।।
ভজা দুইভাই দুই ভাইক সহায়।
চলি গেল যেন দেবাসুৰ সৈন্যপ্ৰায়।।
গগন নংখিয়া আয় আয় জয় ৰোৱ।
পর্ব্ব সমস্ত যেন সাগৰ কল্লোল।।
পাছে দুয়ো উত্তৰিল কুৰুক্ষেত্ৰ জথা।
দেবগণ মুখ চাহিবাক আইল স্তথা।।
চিত্ৰক্ষ জিব মুখমনি যোদনাৰায়ণ।
কেশোৰ বয়স ৰুপে মদন মোহন।।
তাৰ ৰুপ দেখিল থাকে সৰ্বলোকে।
পাসু হয়া সম্মুখে পাসোৰে দুঃখশোক।।
বৰিল যুৱায় আপ্যাইত হয়া প্ৰান।
চন্দ্ৰ দেখী তুপীত চকোৰ যে বন পান।।
মধু ৰৰীশতে ভুঞ্জে ভ্ৰমৰক বহে।
তাতে যে আগতে জন মিলেৰ অৱশ কহে।।

ধন্য ধন্য অনুপ কুমারী হেরি দেবী আই।
দেখেন পুরুষ সব উন্মাদে পিছে চাই।।
দ্বিজ কবিরাজে তার পীড়ন আজ্ঞা পায়।
সমাবর্ত সমতলে সুদেব আবায়।।

দীর্ঘছন্দ

ভীম দুর্যোধনে   সংগ্রামক রণে।
একঠাই হৈল সবে।
কেকয় সৃঞ্জয়   করি জয় জয়
যুঝিবার হৈল তবে।।
কর্ণাদের রোল   শঙ্খ ঢাক ঢোল
হৈল আরো নানা ধ্বনী।
শূর পুরুষের   আনন্দ বর্ণের
বাজি বাদ্য ডাক শুনি।।
তুরঙ্গ সম্বাদ   দুন দুন্দুভীর নাদ
কাম্পে বসুমতী সবে।
পুরিল আকাশ   আরো দিগপাশ
ভয়ঙ্কর ভেরুরবে।।
তবে দেবেনাত   নানা উৎপাত
হৈল অনর্থের হেতু।
হৈল উল্কাপাত   পড়িল নির্ঘাত
উঠিলন্ত ধূমকেতু।।
উঠি ধূলিচয়   হৈল তমোময়।
বিনামেঘে বজ্রপড়ে।
সাগর বন ফিরে   দ্বিগজ কম্পিত
ঘনে ঘনে ভূমী নড়ে।।

রূপ ভাৎপি ভায়　　রূপ ধ্বনি উরায়
　　বৈশে পর্ব্বতের দৃশ্য।
উরুক সকল　　করে কল কল
　　দৃকাসে পারয় বিৎশ।।
বরিয়ে বুধির　　কুপী নব চির
　　সুখ করে রনরন।
দেখি বির ভিব　　পড়ি যেন ধিব
　　বিষরিশে সকল রজনী মন।।
তাত অনসুরে　　বির বৃকোদরে
　　যুধিন ধর্ম্ম রাজাক।
প্রণয় সূচক　　নৃপতি তিলক
　　অপ ভুত দৈব কিশক।।
ভুভিবাক প্রতি　　ঘোষোর সম্প্রতি
　　বৈয়ানাজ্ঞে আর নাহিঁ।
সুনি ধর্ম্ম সুত　　বুনিব যুতত
　　ভীমক তবে বুঝাই।।
এজে রাজ্যভার　　না হয় আমার
　　জবে জিব দুর্য্যোধন।
অদ ভুত জত　　হবাহে প্রভুত
　　জানীবা তারে কারন।।
চিত্তকর শিতর　　এজে দেহলে বির
পদাদি না পারেবে ভোক।
পদার প্রবারে　　জিবক হৈবাজে
　　দেবজাথা যবলোক।।

ভুনী বৃকোদরে　　　গদা ধরি করে

যাইল দুর্যোধনক।

জেন গুন ধরি　　　দেখ চতুষ্কারি

ধায়া দেল চতুরক।।

দুর্যোধন তদা　　　ধরি ঘোর গদা

বায়ু বেগে ধায়া দৈল।

জেন কুম্ভ দুই　　　চন্দ্র সূর্য্য দুই

জুদ্ধ হেতু একত্র হৈল।।

ভুবন মোহন　　　মোদনারায়ণ

রাজা নকোমুক জয়।

যুধিষ্ঠ দেখত　　　তার প্রসাদত

অন্ন বস্ত্রের বিস্তরচয়।।

কথাকো না জায়　　　কাকো না ডরায়

ধন ধা বন ধ আদি করে।

দেখি নানপ্রাব　　　নাহি নিজকায়

ভব সাগরক তরে।।

তাহার শিষ্যর　　　প্রাণ নৃপতির

প্রথা আজ্ঞা গর্বাদে।

ভকতি প্রদ ধায়　　　শুনেব তাবায়

দ্বিজ কবিরাজে ভনে।।

পদ

দুর্যোধিরে ধরি গরব আটোপে।

ধবর কাচুরি দুইকো দুই চাহে কোপে।।

গদার প্রহার আরম্ভিল দুর্য্যোধন।

জুদ্ধ ব চাহি গগনে রহিল দেবগন।।

ভিমে গদা প্রহারে গরব গর্ব্বাএস্বে ।
দুর্য্যোধনে তাক নীবারিল গদাক্রমে।।
দম্ভে আরম্ভিল অদভুত যুদ্ধ ঘোর।
কত গদা প্রহারয় নাহি তার ঘোর।।
অনন্তরে ভিমসেন গদা ধরি হাতে।
প্রহারেক শির দুর্য্যোধনের মাথাতে।।
পর্ব্বত যেন চুর্ণ জেন বজ্র প্রহারিল।
ত্রিদিবি বিদিশ ক্ষুণ শবদে পুরিল।।
গদাঘাতে অবনি নিকলে কাঁপে কাঁপ।
সকল লোকের ভয় দেখি কাঁপে তাক।।
বজ্রকায় হৈলে যান অরির মরণে।
সে প্রহার সেহেতু সহি সহিল দুর্য্যোধনে।।
তবে রাজ রাজা দুর্য্যোধন গরব আস্ফাটে।
নীজ বলে ভীমক তাড়িল দুই চোক্ষে ।।
বজ্রের উপরে জেন বজ্রপাত হৈল।
ঘোর শব্দ উঠি জেন কর্ণ ফাটি গৈল।।
সে প্রহার সহিয়া রহিল সেহি ঠাই।
ভিম বিনে এমন পুরুষ আর নাহিঁ ।।
আবেশে সেবেলা ভীম প্রচণ্ড প্রতাপী।
বোলে শুনহ শুন দুর্য্যোধন দুষ্ট পাপি।।
পুর্ব্বে তুহ্মি আমাক অনেক কুটনাটে।
দুষ দিয় পাপিষ্ট পাপ্তি প্রান কাটে।। [illegible]
আজি আর ন চলে সে সব ছলবল।
তুহ্মি প্রাপ পাপের ফল যমপুরে চল।।

দুর্য্যোধন বোলে ভিম শুনরে অজ্ঞান।
কুরুবংশে জান্মে তোরা বির অতবান।।
গোবিন্দ দ্রকে সহায় করিআ ঠাই ঠাই ।
সে কারণে বির বখানিস পঞ্চ ভাই ।।
কৃষ্ণ বিনে কোন কর্ম্ম করিআছ কথা।
নিবাজ কারণে অতি অহংকার কর বৃথা।।
এ প্রকারে অনেক করিআ বাক্য দুন্দ্ব।
গাজে দুজো ঘোর গদা ধরি হস্তা জেপ্ব।।
মণ্ডল আকারে বাম দক্ষিনে ভ্রময় ।
জেন যাহাবদ বড় মাতঙ্গ দ্বিড়িয়।।
কতো আগুআয় গদ আয় কতোবার।
গদার উপরে করে গদার প্রহার।।
উঠি গেল ঠাকঠিক গবদ উৎকঠ।
ঘনঘাতে বংশ জেন ফুটে চট চট।।
দুজো জিতশ্রমী যমসম ভয়ানক।
দুজো প্রান পনে জনে করে বিক্রমক।।
প্রাপু প্রশ্ট স্কন্দ্র বান্ধব বক্ষস্তর শিরে।
ছিদ্র পানে প্রহার করয় দুজোবিরে।।
ছোটে সরিরের রুধির নীশ্বরে ।
জেন পর্ব্বতের গঙ্গা জলধারা বহে।।
গদায় গদাক কত ডাকে অদভুত।
তাতে অগ্নি উঠি জেন চমকে বিদ্যুত।।
কোন বেলা বাহু তুলিআ তুলি ঘুরায় গদাক।
দণ্ড জোগে ঘুরে জেন কুমারের চাক ।।

দুযো গদাপতি কডো গদাক নিবারে।
হৃদপ্রত করে কত হৃদয়ে প্রহারে ।।
ছিদ্র পাঞে পাবকো প্রহারে পাবে বংসে।
পদ যুদ্ ্ধ যেন দুইবংসে দুইবংসে ।।
কেশবে অন ্ ব হস্তা যেন যুবে দুই বৃষ।
যেন যজ্ঞে বনবনু দ্বিতিয় মহীষ।।
দুষ্ঠো গদে যুবে যেন হস্তা মহাযেমব।
বনবধো যেন দুই ব্যাঘ্রে করে যুদ ্ধ।।
বনী বাসবের যেন খিলিল শমর।
বালি সুগ্রীবের যেন যুদ ্ধ ভয়ঙ্কর।।
অরাকুরি অধানুষি গরাজম্ব করো দুষ্ঠোধির।
দেবীধা ব্যাকুল মনে চিত্ত নহে স্থির।।
সেহেনা আবেগে দুর্যোধন মহিপাল।
বারিলনু ভিমক গদার পাঠোয়াল।।
পুনু অনখিয়ে সে গদাক তুলি লৈল।
অচম্বিতে বিজুলি চমক যেন হৈল।।
তাত পাছে গদা প্রহারিল শিশুপতি।
সে গদাক পাছ বারিতে কুরুপতি।।
হাত হন্তে গদা খোটে খসি পড়িলেক।
তাক কুরুরাজ অনখিতে ধরিলেক।।
তাত পাছে কোমা কোপে দুর্যোধন পুনর্বার।
মাড়িল ভীমের মাথে গদার প্রহার।।
নির্ঘাত পরিল যেন পর্বত উপরে।
শতব ্ধ হৈল ভিমের কলেবরে।।

ভিম গদা তুলি তবে ধরিলের বলে।
প্রহারিল কৌরব রাজার বর্ম্মস্থলে।।
গদাঘাতে যেন দুষ্ট প্রহারে তখন।
জানু পাতি ভূমিতে পড়িল দুর্য্যোধন।।
ততক্ষণে গজ ধ্রিয়া উঠিলা দুর্য্যোধন।
ক্রোধে তোর কর্ণ ধের কর ভিমসেন।।
ভীম ক্রোধে কেনেরে করিল এত সহ।
গদাঘোরে দন্ড তাহলো যানিতেক রহ।।
এক্ষণে গদাঘাতে আরম্ভিল পুনর্বার।
রক্তে রক্ত বর্ন হৈল পড়িল দুহার।।
দুজো হৈল যানপ পুষ্পিত বৃক্ষ যেন।
দুজো শোভা করিল বসন্ত দ্রুম যেন।।
ক্রোধে দুজো দুহার ভূজক হানদে ভূজে।
যেন দুই কাল সর্প্র জড়াজড়ি যুঝে।।
কতো গদার ঘাতে দুজো যেন শিলাপাতে।
ছিদ্র পাইলে দুইজনা অংশে দুই গদা মারে।।
দুইজনা দুই গদাঘাতে বিদারিয়া কায়।
গদাধরি নাচে যেন নিত্যকি পড়ায়।।
কতো ক্ষণে ছিদ্র পাইয়া ভিম মহাবলে।
দুর্য্যোধন রাজার মাথার উপ্র ক্রোধে।।
দিল দুই প্রহারেক পড়িলের বলে।
শিরি ত্রৌরীক যেন ফুটি রক্ত বহে।।
অবিনাশী ভিমের ক্ষেত্রেতু গদাঘাত।
না ভাংগিল যেহেতু না হৈল খণ্ড খণ্ড।।

দুঃখে দুর্য্যোধনের কম্পিত কলেবর।
ভুমী কম্পে কাম্পে জেন যাহা মহীধর।।
বাহিরত ঘর্ম্ম বহে দশনে অধুর।
অনুকালে পিড়ে দান্তিপাত জর।।
ভুমীত বসিল দুই চক্ষু হৈল চর।
দেহ তেজি চাহি জেবে দিব্য কলেবর।।
দেখি তবে দেজে দুর্য্যোধনের বিকল।
পাণ্ডবগণে হৈল জয় জয় সুমঙ্গল।।
কাহাল কর্ত্তাল ভেরী দুন দুন্দুভীর শান।
রণে একখানি বাদ্য হৈল উতমান।।
কীর্ত্তির চাতুরবন গগনে তখন।
নৃত্য গীত করে হর্ষা রংগধন।।
দুষ্টু নৃপতির তবে কহতি মঙ্ক রয়।
দেখিবেনা কৃষ্ণ ক পুছিল ধনঞ্জয় ।।
এ দুই বীরের ধর্ম্ম কহিও আমাতে।
কাকে বলাধিক কাকে অধিক শীখাত।।
কৃষ্ণ বোলে শুন সখি নিবুধ হি শরির।
দুর্য্যোধন ভীমসেন দুজো মহাবীর।।
বলাধিক ভীমসেন কহিনু তোমাত।
কীন্ত দুর্য্যোধনধিক গদায় শীকাত।
ন্যায় যুদ্ধ করিলে জানিবা একারণে।
না পারিব ভিমসেন জিনিবার রণে।।
জদি করে অন্যায় সমর তবে পারে।
সবেঠাই বায়ুাধিক মায়া করি মারে।।

যাহার দেবতা অসুরক সংহারিছে।
যাহার বাপরে বিরোচনক বধিছে।।
ভীম সমরিতে আজি অন্যায় জুদ্ধ ত।
দুষ্ট দুর্য্যোধনক করোক রণে হত।।
পূর্ব্বে বৃকোদরে করি আছে প্রতিজ্ঞা ক।
দ্রৌপদিক আনি আছে জেকালে সভাক।।
তখনে শুনিছে জত সভাসদে লোক।
উরুভাংগি পারিবো শুনিছে সর্ব্বলোক।।
আজি তাক মারক বলুক ভীমবির।
কিন্তু জেন একথা না জানে যুধিষ্ঠির।।
সদয় হৃদয় রাজা মাহাধর্ম্ম ময়।
এ কর্ম্ম করিতে তাঙ্ক না দিব দিন চয়।।
হেন জানি ঋষি সিদ্ধ কুন্তাও ভীমক।
নাকলোক প্রতিজ্ঞা বলোক পাপীষ্টক।।
কৃষ্ণের দেখি বানী শুনী অর্জ্জুনে ভীমত।
বুঝাইলেক পাছে পূর্ব প্রতিজ্ঞা জেমত।।
সংকেত চাপর দুই মারিল উরুত।
বুঝি বিবকবি রহিরসু কুন্তি সুত।।
ভুজদণ্ড চণ্ড গদাদণ্ড ধরি হাতে।
দুইক দুই প্রহার করয় অসংখ্যতে।।
সংগ্রামতি জেন দুই বৃষভে যুঝয়।
দুর্য্যোধির তংকমনে দুর্য্যো নহে জয়।।
জেন যুদ্ধ হৈল পূর্ব্বে কার্ত্তিক তারকে।
ভুকিছিল জেন আরো সংকর অন্ধকে।।

সেহিমত দুইরো দেখি বাদে জান।
গাজে ভীমসেনে সিরেবিদ্ধা চারী পাশ।
উদ্ধ'ক মেঘায়া গদা অবক লোবায়।
দেখী বুনিবলু দুর্য্যোধন কুরুরায়।।
ন্যায় যুদ্ধ করহে অন্যায় না করিম।
ক্ষেত্র ধর্ম্ম ছাড়িপনা জেনা ধরিণ।।
অবনে দর্ষজা ধর্ম্ম অনেক কহিনা।
দণ্ড দেখি অধর্ম্ম করিণ কেনে এনা।।
উচিত শখর ক্রোধে কর দুরাচারী।
তুমী ক্ষেন বলেক তিমক নিবো মারি।।
শুনি ভিমে আবেগে উত্তর দিল তাক।
গরভের দেখজ্ঞায় গর্জ্জিশ মিথ্যাক।।
নির্ম্মান প্রমিশ প্রায় দেখি আজি তোক।
চমরে নবরে অবিলম্বে যমলোক।।
এহি বুলি কোপে গদাধরি ধাইল তাক।
দুর্য্যোধন ধাইল ধরি যুদ্ধ গদাক।।
গদার উপরে গদা দুইক দুই।
ঘনে ঘনে উঠে ধুম অগ্নিতে জুই।।
কাকো কেহ না পারয় জিত পায় রণে।
ব্যাপায় জয় ইন্দ্র হৈল দুয়োরো গাব ভরে।।
দুইরো প্রাণ খবন গচ্ছিরবে প্রয়োজনে।
দুই মত্ত গজরাজ যেন যুঝে অনুক্ষনে।।
গাজে ঘিরু গায়া দুর্য্যোধন নৃপতির।
ঘুরাইল গদাক ভীমসেন মহাবীর।।

যেমত পর্ব্বতক জেন ভেদিবাক বুদ্ধি।
ঘুরাইছে কার্ত্তিক জেন অমোঘ শকতি।।
উদ্ধক দেখাজা গদা মনে অনুরাগে।
দিল দুহ নির্ঝান প্রহার অগোভাগে।।
দুর্য্যোধন নৃপতির উরু যুগলক।
জেন বাতে নিপাতিল কদলি বৃক্ষক।।
বজ্রে জেন ভাংগিলেক পর্ব্বতের শৃংগ।
দুই উরুদণ্ড ভাংগিল বাতবেগে।।
ঘোর শব্দ করে পড়ে দুর্য্যোধন কুরুরায়।
পড়িলন্ত বজ্রাঘাত পর্ব্বত পরায়।।
অকস্মিতে সূর্য্য জেন পাত হৈল আসি।
ভূমীত পড়িল জেন পূর্ণিমার শশি।।
শতাবর অংশয় মনে পৃথিবি বণ্ডন।
স্থির নহে জেন নৌকা টলবল।।
বহুলিক সাগর জলজন্তু হৈল ভয়।
নানা বাদ্য বাজায় তবে কেকয় সৃঞ্জয়।।
তাক দেখি গগনত থাকি দেবগন।
বরিষিল শিরত কুসুম সুশোভন।।
সঞ্জয় বলতি শুন ৰ রাজা শুন কথা।
তযু পুত্র দুর্য্যোধন পড়ি রৈল তথা।।
ভিমে উরু ভাংগিল চেতন নাহি পাবে।
জেন বাতাবৃক্ষক অহি ভাংগিল চণ্ড বাতে।।
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছাড়ি সিংহাসন।
পড়িল বিকল হৈয়া ভূমীত তখন।।

অন্তঃপুরে নারীগণ কান্দি হীয়া ফুটে ।
রাজার অবস্থা দেখি দুখী প্রান ফাটে।।
দেহের জিবক যেন হৃদয় ব্যথীত।
ভাজিতে লাগিল পুত্রশোক অপনীত।।
সন্তাপে বিকল রাজা কম্পিবাক হৈল।
এতেকে অনর্থ শকুনিত হেতু হৈল।।
যেবেলা কৃষ্ণ ক পঠাইলন্তু রাজা পাশি।
তারে যোদ্ধেসেন দেশ না দিল নিভাশি।।
সেহি দোষে আপনার পায়ু এত কষ্ট।
দুর্য্যোধন আদি শতপুত্র হৈল নষ্ট।।
হারাইলো রাজ্যভার বন্ধব রাজ্যসুখ।
ভাগীএ আপনে আনীলো ঘোর বিপত্তিক।।
সবে যেন কম্পিয়া বসিলো একেশ্বর।
অন্ধ বৃদ্ধ শোক কে পালিব অতস্পর।।
গান্ধারি প্রভুকে পায়্যা পুত্র শোকতাপ।
কুকুনী পক্ষিনি যেন করয়ু বিলাপ।।
হাহা দুর্য্যোধন বাপ কি কর্ম্ম করিলা।
কার বোলে দ্রোপদিক অনর্থ্যা করিলা।।
পঞ্চবস হয়্যা পাণ্ডবক কী কারণ।
মরম পণরিক শীতেহু পঠাইয়া দিল বোন।।
কি নিমিত্তে রাজ্য বিবিভিয়্যা না দিলা।
নাভক চাহিতে এবে পুত্রকে হারাইলা।।
এহি বুলী ব্যাকুল নারী শোকে হয়্যা প্রান।
অতপরু বনমালা মাল্য গান যে বন্ধান।।

কনকর বতীকাক যেন ভাংগিল বাতাসে।
তাকোঁ যেন রৌদ্রে আবরিবা ন শুকাসে।।
সেহিমতে নারীগণ লোকে মনুষ্যত।
স্নান দৈব দ্বিজর সুদিশ যেমত।।
কেহো বোলে এমত বিধির বিড়ম্বনা।
না পারে অন্যথা করিবাক একোজনা।।
এহিমতে নারীগণ অনেক কান্দিল।
পুন রাজা পাছে ভিষে কোপে জে করিল।।
রজে পড়ি ধূমুরাজ আছে ভৈবু তৎক্ষণে।
অনিমিষ দুষ্ট দৃষ্টি বিনে কেহ নাহি গণে।।
যেন কালে ভীম মারে নাথি মারি তাক।
কদর্থিয়া গড়রে খুলিল গরবাক।।
আরো নিকি মোক বিষ তুচ্ছ খাইয়া অজ্ঞানী।
গৎগার জমত বান দি কেনাইবে টানি।।
আরো নিন্দিক নিকি জয়দ্রথে গঠাইয়া আমাক।
অপনি লাগাইয়া দিবো খুড়ি মারিবাক।।
বনাগুন বসন পিন্ধি দিয়া আমাক।
মোর মাতা দবে নিকি আরো চাহিবাক।।
আরো নিকি রাজ্য কাঢ়ি দৈব কষ্ট পাসে।
অরণ্যে ভ্রমণ পিন্ধি দিবা পাঠাবো বনবাসে।
আর নিকি রজস্বলা কালে দ্রৌপদীক।
কেশে ধরি আনি দিবো সভাগণ ভরিক।।
বলে বস্ত্র কাঢ়ি দিবো নগ্ন করিবাক।
আর নিকি মোর আগে ঠেলিয়া নথ্যাক।।

কায ভাবে উদ্বুদ দেখাবো কৃষ্ণ তত্ত্ব ।
এ প্রকারে ভীমে জানি বুঝিব রাজাক।।
দুখি হৈল পুত্র ক্রুদ্ধ পাক নে শুনি তাক।
রাজা যুধিষ্ঠিরে দেখি দিব পাছে যাক।।
দুঃখে দগ্ধ হয়্যা তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
ধৈর্য্য অবলম্বি কথখি হৈল স্থির ।।
পাছে ভিমসেনক বুলিল ধর্ম্ম রাজ।
তোমার উচিত নহে করিতে এ কাজ।।
শুন বাপু এজে দুর্য্যোধন মহামানি।
মহাবির পদনাতে মারে জাক গনি।।
চক্রবর্ত্তি রাজা হৈল জগতে বিখ্যাতি।
বিশেষত তোমার আমার হয় জ্ঞাতি ।।
অসহায় পড়ি আছে শযর মধ্যাত ।
জে করিলা এ নিকি উচিত হয় তাত।।
এহি বুলি অসন্তোষে দেখাবা ভিমকে।
দুখে দুর্য্যোধনক বুলিল মনোতকে।।
শুন বাপু দুর্য্যোধন বচন আমার।
ফলভোগ করে সবে কর্ম্ম অনুসার।।
এবে জ্ঞানি দণ্ড অবলম্বি হৈয়্যো স্থির।
না দিবা আমাক দোষ শুন মহাবীর ।।
এতেকে কোন কর্ম্ম করিছ পূর্ব্বত ।
তার ফলে হৈল হেন জান সুবুপত।।
এতে ভীমে ভক্তি দিল মাথাত তোমারে ।
কর্ম্মফলে হৈতে লাগে কে খণ্ডাইতে পারে।।

আখীত্যো পুর্ব্বত কিবা করিছো কুকর্ম্ম ।
যেহেতু তোমাক দেখি দুঃখে দহে মর্ম্ম।।
ভাতৃবধু সকল বিধুআ হৈল বাপ।
তোমার তাপত করি মোর অ বর তাপ।।
তুমি কর্ত্তা নহ বিধি বশে দিল কষ্ট।
বিধি বশে তুমিত্যো আপুনি হৈলা নষ্ট।।
এতেকে কাহাকো কেহ না করে সংহার।
জানী দুর্য্যোধন দোষ দেখীবা আবার।।
এথার জীবন কেনে আছ ধরি।
চলহ স্বর্গক শরিরক পরিহরি।।
তবে তাক রাজা দুর্য্যোধন মহামানী।
মান্যরাখি হৈল না বুলিলা কোন বাণী।।
পঞ্চ জন্ম বসতি শুন রাজা গুনধাম।
দেখি গেলে অন্যায় সমর হলিরাম ।।
কম্পিতে লাগিল জেন কৈলাস পর্ব্বত ।
সেএ হৈল দুর্য্যোর সদৃশ আরকত ।
[illegible] ললাটেত ভ্রূকুটি কুটিল তিনরেখা।
কোপে অগনির জেন শিখা দিল দেখা।।
মুখে দহে অনুর বাহির বহে ঘর্ম্ম।
তিনক বুলিল কেনে করিল এ কর্ম্ম।।
কোন শাস্ত্রে কোন মুনি করিছে এমত।
ঊর্দ্ধ ব্যাতিরেকে গদা মারিব অসত।।
কদ্রু হআ অন্যায় জুদ্ধ বড মোর আগে।
নাথি যায় কৌরব রাজার সহি শীরভাগে।।

এতেকে সম্প্রতি সে পাপের ভুঞ্জ ফল।
এহি বুলি বলভদ্র ধরিল নাংগল।।
উঠিয়া অরিষ্ট হয়া মারো বুলি জায়।
দেখি অনন্ত বোঁনন্ত যদুরায়।।
বিনয় বুলিতে লৈল ধরি করে কর।
বেমিতক অপরাধ মাধা হলধর।।
দুই ভাই মেবেনা সোভিল অতিশয়।
মরকত স্ফটিকের জেন গিরিদ্বয়।।
বিভয় কৌরবে কৈল জেকালে কৃষ্ণ ক।
ভীমে সেহিকালে করিআছে প্রতিজ্ঞা ক।।
ভাংগিবো উরুক তোর মাড়ি গদা ঘায়।
উরুভংগ হৈবার হৈলেও মিলে পায়।।
চাহ জদি বিচারীয়া পরিহরি রোষ।
তবে ভীমসেনের অধিক নাহি দোষ।।
কেহু হৈলে প্রতিজ্ঞা ক পালীবাক পায়।
বিশেষ বিপ্রের পাপ এরান না জায়।।
এতেকে পাড়িল উরুভংগে ভিমে তাক।
বেধীতক এদোষ মাধা দেখী আমাক।
শুনি বল থামিক বুলিল বলদেব।
এমত অন্যায় যুদ্ধ করে মিছি কেহ।।
নাভির অধস্ত অধত কেনে গদা প্রহারেন।
জদি বল প্রতিজ্ঞা ক পালিতে হৈল হেন।।
তবে মহারাজা দুর্যোধনর থাথাত।
কেনে নাথি মারিলেক মাথার পাথাত।।

মুনি বলওনুক মুহি দুরাত্মা বোল হরি।
কলি আশী দুবেশীল নব করি ।।
আরো আজি জে করিব কলিএ সবাক।
তুমী মন করিতে না জান নিতি তাক।।
অবধান করি তবে জানিঅনু ধর্ম্ম।
আজি রাজ্য দুবর্ত্তিব ঘোর কলি কর্ম্ম।।
তত্ব জানি তবে সে রাজের যুচি কুণ্ঠ।
রথে চড়ি দ্বারিকাক গৈল বজ্রা কুণ্ঠ ।।
হরষ ছর অসন্তোষে যেন তেন জানি।
গৈল কথোদূরে যুধিষ্ঠির রাজারানী।।
মনের সন্তোষ নাহি হৈল জরুতর।
করিতে লাগিল তাক প্রবোধ বাধব ।।
শোক দুঃখ পরিত্যাগ কর ধর্ম্মরায়।
তিবে জে করিল তাক না এড়িবা দায়।।
সর্ব্বদা দেহুব্ব জাতি এমত হউক।
দোষ নাহি এহিমতে থাকিতে পারুক।।
এতেকে আজ্ঞা দিল তিনীরক নরপতি।
দূর করিয়োক জ্ঞান গদিত পদুতি।।
ঘোষের বচনে লাগে দুখ ভেজিবাক।।
মুনি রাজা জে করিল কৌরব সবাক।
দুঃশাসন আদি আরো কৌরব জতেক।
শাল্বীর কর্ন্নাদি আরো বিরক অনেক।।
প্রান হৈবি শকুনিক কবিল সংহার।
পদ্ম সেম কিকি তেক না রাখিল আর।।

---

* এখানে'নব' শব্দটি রহিয়াছে, কিন্তু 'মন' হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

সুধান পুষ্কৰ্ম্মি হৈছে দ্ৰোপদিৰ হিয়া ।
তাক পূৰ্ণ কৰিল সন্তোষ জল দিয়া।।
ৰাজা হৈল অকন্ টকা নাজি তযু বাম।
সুখে প্ৰজা পাল প্ৰভু নথা বিৰপাম।।
যুধিষ্ঠিৰ বোলে শুন তিম তম্বহাৰী।
যে কৰ্ম্ম কৰিলা তাক কহিতে না পাৰি।।
সমৰে অনেক ৰাজা কৰিল সংহাৰ।
সেনাপতি সকলক মাৰিলা তাহাৰ।।
মাৰি দুঃশাসনকো ৰুধিৰ কৈল পান।
হৰিনক বাধি পায়া ব্যাঘ্ৰ যে বন তান।।
আৰো বা অতেক কৰ্ম্ম কৰিলা অপাৰ।
বুঝিঁ কি কহিবোঁ তাক অশেষ জগতে প্ৰচাৰ।।
এহি মতে ৰাজা প্ৰজা আছে যত ৰায়।
পৰে তিম সেনক পুজিল প্ৰসংশয়।।
অননুৰে মযন্তকে বুলিল কেপবে।
বিশদ সমৰে মৰি গৈল বিৰূপবে।।
মৰিলেন কৌৰৱৰ উনশত ভাই ।
দুৰ্য্যোধন না জিব মৰিব এহি ঠাঁই।।
যে কৰ্ম্ম কৰিলা তেমতে হৈল তাৰ।
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম একে না চাহিল দুৰাচাৰ।
কৰি কুমন্ত্ৰনা মোতে ৰাজ্যক হৰিলা।
চাপ জাগে হৰিল জনে বিপ্ৰৰ কপিলা।।
জনে দুৰ্য্যোধন জীব তেমতে কৰিল।
পাপ অনুৰূপে ফল ভোগক কৰীল।।

বামবদে বিরবদে মদ র্দির মবস্তক।
নাহি দোষ যাত্রা করি যাত্রিতে দুশ্টক।।
যাত্রা করি দেবতাগো বধিয়ে দৈত্যক।
মন ্ত্যা দৈব চব আই হি রহিছি কীপক।।
অনন্তান থাকে তবে রহি আজী এপা।
দুর্য্যোধন শুনিল কৃষ্ণ র মোক্ষ শেষের কথা।।
দৈব কোপদৃশ্টি জবা কুসুম শংকাশ।
দপন কামড়ে ওশ্ট কাবে থরথাদ।।
বেজে বদা তোমে ক্ষেম যবে যমদণ্ড।
উঠিবাক চাহে দোংশাদুংখি মহোদণ্ড।।
উদ ্ধ কি মা উঠে উরু বিশ বাঢ়ে ঘোর।
পড়িবর্ডি বুলিমনু কৃষ্ণ ক কঠোর।।
কংসের দাসের পুত্র শুন মোর বানি।
আমী কৈলো কুকর্ম্ম তো যার কিবা হানি।।
দশ কর্ম্ম হঞা ? বুঝি অধমে কিশক।
কহিলো সংকেত কথাবানি অর্জুনক।।
সংকেত চাপের বাড়ি বুঝাইবা তিষক।
তখন তর্কিতে না পাড়িলো সে তাবক।।
এবেসে জানিলা দেহি উপদেষ পাই।
প্রহর্ষ এ কর্ম্ম করিব তিবে বুঝি সুব যাই।।
গুরু দ্রোণ কর্ম দুশ্শাশন শকুনীক।
অন্যায় বধিছ জয় দিলা ধিক ধিক।।
বাহি প্রতিকুলক উচিত ভুল ্ব করি।
কাটিবাক তুমিত্বা থড় ্র আছে ধরি।।

পাছে পাছে অর্জুনে কাটিব তাতে হাতে।
সকল অধর্ম্ম হৈছে তারে মন জ্বলাতে।।
কহি কুবল ক্রনাক ভাংগিলো মোর উরু।
কৃষ্ণ বর্ন তোর তুমি কুকর্ম্মর গুরু।।
হরি হরি গদা মোর হৈল নিরর্থক নিরার্থক।
তারিতে না পাইলো তোক আরো পাণ্ডবক।।
এতে দ্রৌপদিয়ে কেশ ধরিব আমারে।
ধিক ধিক নিকৃষ্ট মোক মারে।।
কৃষ্ণ বোলে শুন দুর্যোধন মহারাজ।
আমী কৈলো কুকর্ম্ম তোমার অনকাজ।।
নিজ কর্ম্ম ভিষ্ম দ্রোণ মরে হৈল নষ্ট।
কর্ম্ম ভেজি তুমিয়ো এবে পায় কষ্ট।।
তোমার পাপের ফলে কর্ণ গেল মরি।
অজ্ঞ হনি আমাক দোষ দিম কেন করি।।
রজস্বলা কালে দ্রৌপদিক সভানীলা।
পাণ্ডব বধিতে জতুগৃহে অগ্নি দিলা।।
মায়া অক্ষ খেলাইতে না জানে যুধিষ্ঠির।
তাক খেলা পাতীলা সহায় শকুনির।।
রাজ্য লয়া বনক পঠাইলো তা সবাক।
পাপী জয়দ্রথে তাতে হরিলা কৃষ্ণাক।।
শুনি বিদ্যাবানে শিষ্ট কহয়ে জ্ঞান জন।
তথাপি আমাক দোষ দিম দুর্যোধন।।
না জানি অন্যায় জদি তবে কেমে জুদ্ধ হত।
দেখিয়া মুর্চ্ছিত লোকতুক হৈলা হত।।

শুনি বৃহস্পতি আরো বৃদ্ধ বৃদ্ধ লোক।
কতমত প্রকারে পূর্ব্বে বুঝাইছে তোক।।
ধন্য হয়্যা না ধরিলো কাহার কথাক।
এবে ভোগ কর দেখি কর্ম্মের বিপাক।।
এমত নিষ্ঠুর জদি বুঝিল গোপাল।
সহিতে না পারে দুর্য্যোধন বলিবান।।
এদেশের লোক পূর্ব্বে কিবা পুন্য হৈল।
তার ফলে মোদনারায়ণ রাজা হৈল।।
জন্মিলো বৃদ্ধ লৌকিক বহুমত জন্ম।
প্রজাপতি পালন ধর্ম্মেত বিক্রম।।
সূর্য্য চন্দ্র বংশের সব ভূপতি চরিত্র।
মনোরথ পুরে কুলধর্ম্ম রক্ষিল।
গুণগুন সকলে সম্পূর্ণ সর্ব্ব বংশ।
কোন বা জনমে আমি হয়্যাছে সুরবংশ।।
তার পিছু গ্রাম নৃপতিবরের আজ্ঞা হয়।
শ্রী পদাপর্ব্ব দ্বিজ কবিরাজে গায়।।

দিগ্বিজয় ম

দুর্য্যোধন মাথাখানি
বোলে শুনচক্রপানি
কোন পরাক্রম তুমি।
পক্ষপাত হয়্যা মোর
উদ্ধব তাৎপির মোর
পাপ ভরক দিলা রাজ্যভার।।
ভূত মরে তুমি তনু
স্রষ্টি স্থিতি নয় পুনু
তোমারে যে পড়ে সংসার।
নাহি করো কোন দোষ
তেঞ মোত অসন্তোষ
দিলা মোক কি কারণে তবে।।

অজ র্জুনের শক হৈলা   হাতত চাবুক লৈলা
না করিলা কোন লোকধর্ম্ম।
কই আরো ধনঞ্জ জয়   মোর দৈবৰ করয়
তাত কেনে করিলা কুকর্ম্ম।।
দিধা বিশ্বম্ভর তব   জানু পাড়ি যোড়কর
পার্থের রাখিলা কথ ক্লেশ।
মোর বিরগন কালে   পাপ ভয়ে পাতিল প্রাণে
তোমার সহায় করিলেশ।।
তিন আদি পাপ ভুবনে   আপনাক সে কারণে
মাহাবলি হেন বধায়।
তুরবির্দ্ধর প্রসাদত   তা শর্মুক মবরত
মানিছিলোঁ আমী কুলত্রায়।।
তাংপি দিলো দণ্ড দর্প   জেন মনু তাংপা পর্প
প্রান লয়া আছিল পাতা হৈ।
তাঙ্কে আজি দেখি বংশে   মোক পারে উদ্ধরংশে
তোমারে সে কুমন ক্রনা পাই।।
ক্ষেত্রর নিজধর্ম্ম   বৈরাগত নিজকর্ম্ম
পত্নুনারি বুঝিবি নাপীলা।
বড় বড় রাজাধন   করলিন জনে জন
কোন সুখ ভোগ না ভুঞ্জ ভুঞ্জ জিলোঁ।।
হরি হরী দৈব বিধি   কী মোর দৈবের মিদ ভি
মিংহ হয়া ধুকাত হালো।
অপরাক্ষ লোকদান   ধনপ পিলো জতযান
কোন কর্ম্ম করিতে না পারো।।

ভিষ্ম দ্রোণ কর্ণকৃপ ভূরিশ্রবা আদি নৃপ
আছিলন্ত যোক করি আশ।
সৈন রাজা সোমদত্ত জয়দ্রথ ভগদত্ত
দেখি যোক কৌশালে উপাসে।।
যেন বাহারাজা আদী সকল লোকের স্বামী
মোর বাদে বাধি বাজে তিথ।
তুমী আছ বিদ্যুমান তেতো হৈল এ বন স্থান
এ বুদ্ধি পড়িল রাজা বিধ।।
কৌরবের শেষে কথা [illegible] নারায়ণ শুনি তথা
উত্তর না দিয়া মৌনে রৈল।
তবে দেবে আকাশত আরো যক্ষ রক্ষ জত
দিলে পুর্ব পুষ্প বৃষ্টি কৈল ।।
তবে পাণ্ডু পাকা রক কৈকেয় সৃঞ্জ সুমুক
রাজা সব আরো জত আছে।
সবস্তকে যদুপতি শিবির জাইবাক প্রতি
আনন্দি প্রস্থান কৈল পাছে।।
আপনে জন তিন আথী যদ্রাজে দেখায় বাণী
ক্ষপযুগে যোদনারায়ণ ।।
জেমতে উত্তম নাম তেমতে আনন স্থান
স দুর পুরতি সুশোভন।।
অবেস্তর কিছি তেক সবগুন অতিরেক
তার সঙ্গিত নিরন্তর।
মন্ত্র বরিশাল কুল প্রত্ন কথম কুল
তার জেন কর্ণিকা মূল দ্বয়।।

আছিলন্ত পিতৃতার অর্জ্জুন আবার

গুন নারায়ণ নর রায়।

তান আজ্ঞা শরবানে দ্বিজ কবিরাজ ভনে

পদাপর্দ্ধ ধুলেশ ভাষায়।।

—পদ—

সঙ্ক দ্রয় বদতি রাজা দুন ধম করি।

বাজে শঙ্খ জন্য সংখ বাজাইল শ্রীহরী।।

বাজাইল দুন দড়ি আর বাদ্য সব।

সেনার হৈলেক জয় জয় শব্দা রব।।

সবান ধরে দুর্য্যোধন গেলা যেন যমদ্বার।

রাজা হৈল যুধিষ্ঠির কীতাশ্য আবার।।

এহি মতে আন দ্বে শকলে তথা হৈল।

কৃষ্ণে পাণ্ডবক বলা শত্তানাসুর হৈল।।

সেবেনা কৃষ্ণ ক যুধিষ্টির নিবদতি।

শক্ষম অন্যায় জুদ্ধ হৈল গুরু অতি।।

কেঞ্জর উচিত ন্যায় জুদ্ধ করিবাক।

হৈল যরিছিত কর্ম্ম না করি তাহাক।।

এহে অধর্ম্মের ভয় হৈছো কম্পবান।

তুমি জ্ঞান কর জদি তবে পরিত্রান।।

কৃষ্ণ বোলে শুন যুধিষ্টির ধর্ম্মময়।

চিত্ত স্থির করিয়া রহ কোন ভয়।।
জানিবা বুঝি সে হৈল্যো সবস্তকে নষ্ট।
তোমার কিছিক মাত্র কড়ি দিনু দুষ্ট।।

ভিস্ম দ্রোণ কর্ণ ভুরিশ্রবা জয়দত্ত।

রাজা জরাসন্ধ আরো হৈলা শোষদত্ত।।

যাহা যাহা রথি আরো রাজা যত রায় ।
সমস্তকে মারিয়াছো আমি সে যাত্রায়।।
ভিমসেন অর্জুন নকুল সহদেব।
ইহাক অধিক সিদ্ধি হৈতে পারে কেব।।
যাত্রাক্ষে ইহাক মাড়িলো বহু জনে।
তুমী কি রাজ্যত রাজা হয় আপী তবে।।
এতেকে করিলো আমি তোমার কারণে।
রাজা করা অধর্ম্মক নাভাবিবা মনে।।
সিখণ্ডি প্রমুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পাছে।
দুর্যাধন্য আদি রাজাগণ জত আছে।।
রনজিনি গৈল সবে সিবিরক প্রতি।
মধুবন আপনে মন দিরে হৈল গতি।।
তবে অর্জুনক বুলিলন্ত দেব হরি।
রথ এড়ি নামিয়ো পার্থ্ডি ব হাত ধরি।।
পার্থ বোলে সারথি হইআছো রথে।
তুমি নাহি নামিতে নামিবো কোন পথে।।
কৃষ্ণ বোলে বুঝি জনি নাহো প্রথমত।
না পাইবো তোমার বাণ আউর এজন রত।।
কৃষ্ণ র আজ্ঞা ক তবে সিরোপত করি ।
রথ হন্তে পার্থ নামিলন্ত ধনু ধরি।।
তাত পাছে নামিল যাএকে জগন্নাথ।
ভস্ম হৈল রথখান চারি অনুসাথ।।
তাক দেখি বিস্ময় মতীল পাণ্ডুসুত ।
কৃষ্ণক বুলিন প্রভু হৈলো অদ্ভুত।।

কহবভ্রুরব জন্ম হৈল কি কারণ।
তোমার মায়ায় অনু পায় কোন জন।।
তুমি ত্রিজগত ডিন্নামুনি আদি দেব।
সবস্তরে জিব তুমি বিনে নাহি কেব।।
তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম জগতে জ্ঞানাজ্ঞান।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমী সে নিদান।।
এহিবতে পাপ ভবে করিল যদি স্তব।
কহিল তাবাক তবে কৃপায়ে বাধব।।
তুম্ব মেন্দ্র পূর্ব্বে নষ্ট হৈছে রথখান।
মায়ায়ে রাখিছো আমি না জানয় আন।।
অন্যথা কৌরব সনা সমুদ্র মকাত।
রণ যুদ্ধি বিখ্যাত জগতে প্রকাত।।
তা সবাঁক জিনিবাক না পারিব আনে।
এ কারণে মায়ায়ে রাখিছো রথখানে।।
এ রথত অন্নবিনে কে সাধে এ কাজ।
অনন্যুরে কৃষ্ণ ক বুলিল ধর্ম্মরাজ।।
পুনু প্রভু আপদ সাগরে হৈনু পাত।
তুমি যদি নিস্তার নিস্তারি তবে তাত।।
অকৌরবা করি অন্যায় যুদ্ধ এথা।
তোমার পান্ ধরি যাবে সুনিব সে কথা।।
যাহা পতিব্রতা তাঙ্ক যদি দেই শাপ।
অর্জুনের রথ প্রায় ভস্ম হৈল বাপ।।
বান দ্রুটে তুমি যেহেতু চলিছো সে স্তনিক।
দ্রী যুদ্ধে বুঝিছো প্রভু পতি জেবা হৈক।।

এদেশত বৈসে রূপা আবার নিশ্চয়।
বৈশম্পায়ন বোলে কথা শুনা জন্মেজয়।।
শুনি নৃপতির শেষে কথা ভগবান।
বুলিল দারুক শিগ্রে রথ সাজি আন।।
দারুকে জোগাইল আনি রথ শীঘ্রগতি।
চড়িলন্তু তাতে দেব ত্রি ভুবন পতি।।
কণ্ঠত কৌস্তভ কর্ণে কুণ্ডল শোভিত।
অংগে পীতবাস জেন মেঘত জড়িত।।
অরুণ বরুণ পদ কমল সুন্দর।
জেন অনুরাগ দেখা দিছে ভকতর।।
ঘনে শ্যাম তনুত শ্রীবৎস দিছে দেখা।
কপাল পশালে জেন সুবর্ণের রেখা।।
হস্তিনা নগর গেল তাত অনন্তর।
প্রবেশীল পুর্ণপুরে জেন পুরন্দর।।
বিরলু নগর তবে দেখিল গোপাল।
আকাশে মলিন জেন হৈছে নিশাকাল।।
নাত্র নাজি দেখি কোন পুরুষ বালক।
দেখিলন্তু বাল্য বৃদ্ধ নারী নপুংসক।।
তাহারো চকিত চিত্ত মলিন সকল।
জানে শুষ্ক হৈছে নাহি আনন্দ মংগল।।
হস্তি ঘোড়া রথযাত্রে নাজি দে স্তনীত।
তাক দেখি নারায়ণ দারুক সহিত।।
গেলা ব্যাস সংগে জথা ধৃতরাষ্ট্র আছে।
তা সম্মুখ নমস্কার কৈল কৃষ্ণ পাছে।।

আনি দিল আসন বসিল তবে তাত।
ধৃতরাষ্ট্রে রাজাক কান দিয়া ধরি হাত।। ধু
ধুঁনিলন্তু জ্ঞান আদ্য পান্ডু বৈছে জত।
তোমারে আগুত আমি আসিয়া পূর্ব্বত।।
পূর্ব্বপক্ষ বুজাই বুলিলু জত আমি।
কতবা মাগিলোঁ পাণ্ডবের হেতু তুমি।।
পুত্রের অধিক করা হয়া তুমিত্তো সেকাল।
বুচিবার পাণ্ডবক নাদিলা ভূপাল।।
দৈবানিক তোমার মিথ্যাত্যো এত দৈন।
বনে পড়ি বিরথন উপ ধঁপডি গেল।।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থমা বাহ্লিক নৃপতি।
কৃপ সোমদত্ত ব্যাসদেব মহামতি।।
এ সকলে বুজাইলেক অনেক জতনে।
না মানিল বনবনু কালের কারণে।।
লোভে দুষ্ট দুর্যোধন যেবে কূট পাশা।
রাজ্যবস্তু পাণ্ডবক দিব বলে বাশা।।
কন্যাচুন ক্ষণ নাম দিন দিবাক দিছে।
আজ তত বাপত কোন দুঃখ না পাইছে।।
রজস্বলা কালে দ্রৌপদিক সভা আনি। [illegible]
দুঃশাসনে জে করিছে সবে আছে জানি।।
শিবর দিকী এবত বিতস্তু বহা আছু।
বিশবেষ্টা বান দি যারো জনত দেখাদু।।
পুনত অপনি সেহু বুজি বাকিবাক।
কোন বানি না রাখিবা নষ্ট করিবাক।।

শকুনী কুমন্ত্রি হয়্যা এতমান হৈল।
আপনাক তোমাক আনেক নষ্ট কৈল।।
সে বেলা তুমিয়ো না বাখিলা কোন কথা।
হেন কালে গান্ধারী বিদিত আছী তথা।।
কৃষ্ণ মুখ নিরেখি বুলিল পড়ি পাছে।
কহ দুর্য্যোধন পুত্র কথা গছি আছে।।
দুঃশাসন আদি মোর পুত্রগন সবে।
সবক মারিল পাণ্ডু সৈন্যগন রণে রণে।।
সাধু সাধু সাধু তুমি প্রভু পাণ্ডবের ইষ্ট।
হত নাশে তত পাইলা অভিষ্ট।।
যে হৈল সে হৈল কী কারনে দুখাশয়।
তোমার সাধাত কেনে হৈলন্ত অন্যায়।।
মোক কদর্থিলা হেন জানিলু সম্প্রতি।
কৃষ্ণ বোলে মোক দোষ ন দে মহামতি।।
জত রায় দেখ সবে কালের অধিন।
কাক কেবা অন্যায় করে করায় দুর্বুদ্ধি দুর্দিন।।
তোমার পরম স্নেহ পাণ্ডবক প্রতি।
তাহার মাতৃতধিক তোমার ভকতি।।
তুমি পুত্রবধূ কৃষ্ণা সতি শিরোমনি।
হেন দুঃখ দিলা তাক সবে আছ জানি।।
এতবার পরমায় হৈছে সমাপত।
পুত্রক বাধা দৈবানিক হৈল হত।।
জগতে না হয় কর্ম্ম অনুসারে ফল।
তাক জানি না হইবা কদাপি বিকল।।

বুঝিয়া বিদায় হুকা। রাজ্য ভোগ করি।
কর্ম্ম দোষে তুম পুত্রগন হৈল মরি।।
তুমি তাত কষ্ট না করিবা নিরর্থক।
খণ্ডিতে না পারে কেহো বিধি নিয়ামক।।
কর্ম্মফলে দুঃখ সুখ সবে করে ভোগ।
রণে পড়ি দুর্য্যোধন গেল স্বর্গলোক।।
তুমি এক পাণ্ডবক না করিবা রোষ।
তুমাবোহো বুঝিঁ মোর কেবা কর দোষ।।
যান্ বাখি বোলন্তু বাপু শুনিয়ো বান্ধব।
যেন দুর্য্যোধন মোর তেমত পাণ্ডব।।
না দিবোহো কদাপিতো তা সবাক শাপ।
ধন্ এ কুল এ রাজা বায় ন করোক তাপ।।
তুমি তুষ্ট হৈল হরি জগত আধার।
ধৃতরাষ্ট্র রাজাক বুলিল পুনর্ব্বার।।
শুনিয়ো এবে সে কুরুকুল হৈল ক্ষয়।
কোপে আজি অশ্বত্থামা দ্রোনের তনয়।।
নাশানিয়া পাণ্ডবক করিব সংহার।
জনপিণ্ড দিব হেন না রহিব আর।।
বিদায় দিয়োক মোক এতেকে সে ভূপাল।
আগ্যা পাণ্ডবক রক্ষা করো মহিপাল।।
শুনি ধৃতরাষ্ট্র মাধবক বুলিলেন্ত।।
যায়ো হেন বিলম্ব না কর কিঞ্চি তেক।।
তবে রণে পুত্র পৌত্র মরিল নিশেষ।
কেবলে পাণ্ডব মাত্র হৈল অবশেষ।।

শিশু জদি জোনির নাগারে হত হৈল।
হৈলেক নিবুংস জনশিণ্ড নাস হৈল ।।
উদ্ধ হৈল এতেকে বিনষ্ট গড়িহর।
জেনতে পাণ্ডবকা গড়ে আর তাকে কর।।
তবে ব্যাবদেবকে বুহলন নারায়ন ।
রাজাক বুঝায়া এথা থাকিয়ো আপনে।।
এহি বুলী রথে চড়ি জগত নিবাস।
দারুকে ডাকিল রথ নংখিলা আকাশ।।
জথাত পাণ্ডব তথা আইল অনেকত।
হরি আইল দেখি তুষ্ট হৈল বির জত।।
রথ হন্তে নামিলা আপনে বশি তবে।
করিল কুশল সমাচার জত সবে।।
পাণ্ডব নির্ভয় হৈল হরি দরশনে।
তুষ্ট হৈল সর্ব্ব বল জেন বরিষণে।।
এহিমতে পাণ্ডব গোবিন্দ সমস্থিতে।
রহিলন্ত তবে তথা হয়া আনন্দিত।।
সংসার সাগরে ঘোর মগ্ন হৈলো আমী।
~~বৃথা কাল গর্ভাইলো কাল দে নিদ্রায়।~~
এহি অনাথের-নাথ নারায়ন স্বামি।।
বৃথা কাল গর্ভাইলো কাল দে নিদ্রায়।
আয়ু হৈল সমাগত করো কী উপায়।।
জন্মিলো ব্রাহ্মণ কুলে হৈলো কর্ম্ম শুন্য।
না করিলো তির্থ ব্রত জজ্ঞদান পুর্ন্ন।।
নহো শৈব নহো শাক্ত বৈষ্ণ বো ন হৈলো।
নিস্তারের পথ মাত্র একো এ না হৈলো।।

মৃত্যু এ সৰিপ চাপে কৰিবাক গ্ৰাস।
যমের যাতনা শুনি লাগে ত্ৰাহাত্ৰাস।।
জদি ভজি তোমাক তবে সে তৰা জড় জায়।
চিত্ত না প্ৰবৰ্ত্তে প্ৰভু তোমাৰ মায়ায়।।
দেহ জদি সে মায়াক জিনিতে শকতি।
তবে সে কৰিতে পাৰো তোমাত ভকতি।।
এতেকে দিয়োক শক্তি দেব জগদ্বিব।
দ্বিজ কৰিয়ে মোক্ষ ভনে বোলা সদাশিব।।

পদ-

সঞ্জয় বদতি ৰাজা কথা শুন তবে।
বিদুৰ শাল বৃক্ষ দোষে প্ৰাপ্ত জবে।
উত্তুঙ্গবেগে পড়িল দুৰাত্ম দৈব ভ্ৰাম।
দ্বিবসেত ষাটিম চন সুধা য়ে বন ৰান।।
সমনে দ্ৰোণ্টক সেই তোমএ সদাক।
দুই হাত তুলিত দিব্য চাহে উঠিবাক।।
যাবে নাগি দিয়ে জিনে তাবাৰ বাথায়।
অসন্তোষে আবেগে বোলন্ত নৰ ৰায়।।
ভীষ্ম দ্ৰোণ কৰ্ণ দুঃশাসন ভগদত্ত।
কৃতবৰ্ম্মা বাহ্লিক শকুনি সোমদত্ত।।
নানা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বেত্তা এৰবাদি সবে।
মোৰ সংগ্ৰামে সংগ্ৰাবে থাকিল হয় জবে।।
তে নিকি আপদ দিলে এমত দুৰ্ব্বৈৰ।
বাবণত্মে জিনে যাবে নাৰি যাৰে মোৰ।।
একাদশ অক্ষৌহিনি সেনা জাৰ কাছে।
জাহাক অনেক ৰাজা উপাসা কৰিছে।।

জার অংগে নানা অলংকারে বিভুষিত।

হেন দুর্য্যোধন হৈল ধুলা ধুসরিত।।

ধৃতরাষ্ট্র পিতৃর দশব হৈল শাব।

পুত্র শোকে মরিব পান ধারি শোর যাব।।

এহিমতে দুঃখে আছে দুর্য্যোধন নৃপ।।

বার্ত্তা পাইল অশ্বৎথমা কৃতত্তুকা কৃপ।।

বনে হৈতে তিনো বির হৈয়া একসাথ।

রথ শারথিতে আইল জথা কুরুনাথ।।

রথে থাকি থাকী রাজাক দেখিল তথা পাছে।

জেন সুর্য্য ভুমীত বুঝিয়া পড়ি আছে।।

ছিন্নমুল বৃক্ষ জেন পড়িছে সিন্দুর।

চৌপাশে আবরি আছে শৃগাল কুকুর।।

হস্তি মুণ্ড কণ্ড ভুজদণ্ড ভদ্রুর ।

দিন দুগ্ধর দুইটি জেন পড়ি ভুকাশয়।।

ভূতলে বেড়ি আছে নাহি ঐন্টে যায়।

দেখী দুঃখে রথ হৈতে নাথি তিনী যায়।।

নিশ্বাস তেজিয়া শাস চাপি কিন বিরে।

শলোতকে রাজাক বুলিল ধিরে ধিরে।।

হাহা নাথ দুর্য্যোধন নৃপতি তিলক।

তোমার এ দুঃখ দেখি ন যক্তি কিশক।।

ত্রিভুবনে জানে সুখী রাজা শিরোমনি।

মাহাসনে জার একাদশ অক্ষোহিনি।।

রত্ন বন দিরত থাকে জিতো সুখাসনে।

সেও নিতুকালে আছে ভুমিত শয়নে।।

বড় বড় রাজা গন আবরিছে তাক ।
বেড়িছে সুশানবাসী রাক্ষসে তাহাক ।।
আর নখিদুপ্র ব্রত অমৃত আহার।
কেনে জিআ আছ হে বায়ু ভুক দেখিতার।।
দ্বৈপায়ন হ্রদের ভিতর আমি আছি।
শুনিল উত্তিয়ো রাজা ক্ষুদ দুর্ব করি আছি।।
না বরিবা দেবেরা বচন মহিপতি।
তার বল ভোগ দেখ করেন সম্প্রতি।।
তোমার অবস্থা দেখি প্রান ফাটি জায়।
কি করিবো ইহার কিছু কহ কুরুরায়।।
শুনি দুঃখে নিবেদিল দুর্য্যোধন তবে।
না জানো অন্যায় হেন করিব পাপ তবে।।
ন্যায় যুদ্ধে বৈস হেন মনে অনুমানি।
উঠিলো হ্রদের পড়া হয়া গদাপানি।।
তাতে জিনে উদ বৃক দেবায়া সদা গোষ্ঠ।
উরুক ভাংগিল অধোভাগে গিয়া চোট।।
প্রতিকার ইহার করিবে পারো তবে।
তাহাদ্বো পাপের ফল মধ্যে পায় তবে।
জত প্রানি কর্ম্ম অনুসারে করে ভোগ।
অনায়াসে মরে রাজা নাগ নয় আমি রোগ।।
একেকে পাপ তবে কৈল কুকর্ম্ম অপার।
সেহেতু পারিলা করিবাক প্রতিকার।
বৈশম্পায়ন বোলে দুর্য্যোধন এহি শুনি।
কৃপক বুলিল যুদ্ধ জন আন তুমি।।

গুরুর পুত্রক আজ্ঞা করো অভিষেক।
মোর মনোরথ অশ্বত্থামা অভিষেক।।
মুনী কূপে ঘট ভরি জল আনী দিল।
পুনরপি নৃপতি কৃপক আদেশীল।।
মস্তক নির্ম্মল করিবারা নিমিত্তেক।
অভিষেক করিবেন গুরুর পুত্রক।।
মোর প্রান ধন আর জত রাজ্যভার।
হৈলো অশ্বত্থামাক সবারে অধিকার।।
কৃপে কুলেশনু অভিষেক করিলন্ত।
পাছে তিনো বিরে দুর্য্যাকত পিকি লয়ু।।
তবে গুরুপুত্র অশ্বত্থামা বাহারসেে।
যেন শতেক কৃপ কৃতব্রম্মা সংগে।।
পাছে কৃপ পড়ি আসী একাকি বোনত।
হৈব তিনো বিরে বটবৃক্ষের তলত।।
হেন সময়ত সূর্য্য জগত তুদিশ ।
ছায়া উত্তরিল অস্তাচলের সমিপ।।
গগন পুড়িয়া হৈল অতি আরকত।
দ্বিবসের পর্য্যে রাগ প্রায় দেখিয়ত।
দিন অবশেষ হৈল দেখি তিনজন।
প্রদোষ কালের সন [?]া করি সমাপন।।
তাত পাছে প্রান্ত হৈয়া সুতিল সত্যাত।
কৃপ কৃতব্রম্মা বির পড়িল নিদ্রাত।।
কি মতে সংহার করো পাণ্ডব সেনাক।
এ বুলি অশ্বত্থামা না করি নিদ্রাক।।

পাছে সেহি বটের উপরে সেহিকালে।
দেখি অসংখ্যাত কাগে বাসানিছে ডালে।।
পক্ষিগণে শ্রান্ত হয়্যা পড়িছে নিদ্রাত।
পেচক লোকেক তথা আসীছে নিসাত।।
নিদ্রাত আকুল কাগ না পাইল চেতন।
নিদ্রাপায়্যা বাচি উলুক সুরুর্দ্দমক মুজ র্দ্দন।।
একাকী এ সবাকে কড়িব উৎখাত।
দেখি অস্বৎথমা উপায় পাইল তাত।।
মনে বোলে এহিমতে করিবো অন্যায়।
যাবো জায়্যা নিদ্রাত পাক ন জতরায়।।
ভিশ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধন সৈন্য রায়।
জেমতে মারিল তারা ইমাক অন্যায়।।
তেমতে তামাক আজি নাসা দিয়া মারো।
পিতৃর সৌরখ আধী কমক সংহার।
নিদ্রা পড়িআছে কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য।
দুইক জাগাই দ্রোনি করিতে অকার্য্য।।
অচেতন শুছি দুহো সচেতন হৈল।
অস্বৎথমা তামাক জে বুনিবাক লৈল।।
রনে জিনি পাণ্ডুগন সুখে যায় যায়।
নিদ্রায় হৈছেক আজি অচেতন কায়।।
সেহি কালে তিনোজনে জায়্যা নাসা করি।
বাচি বাচি মার্গ্যা সুখে শত্রুক সংহারী।।
জে করিলো তাক তোরা ন করা অন্যথা।
কৃপ বোলে অস্বৎথমা শুন মোর কথা।।

মরা হেন অজ্ঞানক অচেতনে থাকিব নিদ্রাত।
কোন পুরুষার্থ কর্ম্মবশে সেবেনাত।।
অন্ন খাব নাহি বাপু চাহ মন করি।
অপজস রহিবেক ত্রিজগত ভরি।।
অশ্বত্থামা বোলে বাধা নাহি বলিব আর।
শত্রুক মারিতে শাস্ত্রর কিসের বিচার।।
শাস্ত্র মানে তবে কেনে হেন হৈব পায়।
অন্যায় কর্ম্মক কিবা মারে মনত ভয়।।
অশ্বত্থামা নাম হস্তি মোটে বধি দৈল।
সে নাহি করে অশ্বত্থামা বধ হৈল।।
পুত্র বধি দেল বোলে দ্রোণ পিতৃমোর।
ছাড়িল বৈরাগ্য হয়া সমর দুর্ঘোর।।
হেন কালে মারে তাক কেমন অন্যায়।।
রাজাক এমত নিকি মারিবাক পায়।।
ভুরিশ্রবা বিরথ মারিল কোন অন্যায়।
সবে জানে শিখণ্ডক বধিব যে উপায়।।
উদ্বৃত্ত দেখায়া গদা অধত প্রহারে।
উরুভংগি পাড়িয়া মাথাত লাথি মারে।।
তাকে যে করিল তাক করিতে যেমত।
কিঞ্চিতেক দোষ নাহিকে জান সুরূপত।।
কৃপকৃত দুহো বোলে শুন দ্রোণী কথা।
চল তবে যাই দুর্য্যোধন আছে যথা।।
সকল কথাক আগে কহ তুমি তাক।
তাকে যদী আদেশে এ কর্ম্ম করিবাক।।

তবে আজি জায়া ছিলো জন্মে রজনিত।
ভুম্ব দিবো নিশাকালে হয়া উপস্থিত।।
হেন দেখি পাছে জেন বংশের উচ্ছেদ।
জেন পরিনামে রাজা করয় বিশাদ।।
তুমি অশ্বথমা দ্রোনপুত্র মাহাভাগ।
কোন জন্মে যুঝিব তোমার হয়া আগ।।
তোমার সরত কোন জনে হৈব স্থির।
কদাচিতো ব্যাস্ত ন করিবা মাহাবির।।
বিরাটে সমর তুব দুর করি আজি।
বধিব পাঞ্চাল পানি রাখি জায়া মাজি।।
কিন্তু কিকি তেক করো কর অবধান।
কেমনে অন্যায় করিবাহা এতখান।।
বসায়া কবচ প্রান্ত হয়া অচেতনে।
মৃতক পড়ায় হয়া রহিব শয়নে।।
অস্ত্র শস্ত্র সবে থুয়া সবে থাকিব নিদ্রাত।
কেমতে নির্দয় হয়া বধিবা তাহাত।।
তথাপি তামাক জদি তুমি শত্রু বোলে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না চাহি বধিতে চাহ ক্রোধবে।।
শিন্খি তবে গোবাংশস্ট কবচক অংগে।
সেচ্ছো অস্ত্র শস্ত্র চল জাই তুয়া সংগে।।
অশ্বথমা বোলে শুন কৃপ কৃতব্রম্য।।
কহ দেখি পাপ ভব কিমতে তার কর্ম্মা।।
অশ্বথমা বল শুনি জুধিষ্টির যুবে।
ধনুত চিবুক দিয়া আছে পিতৃ দুঃখে।।

প্রতি দুয়ারে দুয়ারে বড় বড় বিরগন।
অস্ত্র শস্ত্র ধরি রাখি রবে গর্জ্জন।।
আরো কতেক বির হাজারে হাজার।
সবে রাখি চৌদিগে প্রহরীরা থাকে তার।।
সবারে হাতত অস্ত্র শস্ত্র চৌন বান।
বিশেষ রক্ষক আরো দেব ভগবান।।
দ্রোনি বোলে নাহিক ভয় যার হে আর।
করিবো ইহার বহুবিধ প্রতিকার।।
এহি শুনি অশ্বথামা উঠিল রথত।
রক্ষক বধিতে হৈল দ্রু সাজিল ক্রোধত।।
দৃপ দৃতরাষ্ট্র হৈল পাছতে প্রস্তীত।
বাম্ন্ বিভাবসু জ্বলিল বামদেব সহিতে।।
পাছে আগ্রা অশ্বথামা যাহা পঞ্চায়ন্দী।
চাহিলন্ত শঙ্কের চৌপাশে দুপিদ্রুপী।।
দেখিলন্ত উদ্ভগড় বদন নংখিছে।
যাহা দেখ যালা জ্বেল দুধীত পড়িছে।।
প্রতিদ্বারে পশিল শম্ভর ভয়ঙ্কর।
আছুক মনুষ্য দেখি বেদে* করে ভয়।।
ত্রিভুবন নাথ মহেশ্বর যথা আছে।
সে দুয়ারে পশিতে তিনি বির গেল পাছে।।
সঙ্খ ভয় বসতি শুন অপার মহিমা।
দুয়ারপাল বুলিয়া শীবক অশ্বথামা।।
অপনির উর কাহেন পড়িয় হানিলেক ।
মুখ দেখি মৃত্যু দেখি দেখি গেল জেন।।

---

* এখানে সম্ভবতঃ লিপি প্রমাদ হইয়াছে, 'বেদে' না হইয়া 'দেবে' হওয়া উচিত।

পিলিল বোদক ম্যায় দেব কৃপাময়।
আরো নানা অস্ত্র জত করিল প্রহার।।
তাক পিলিলন্তু প্রভু জগত আধার।
ভাবের খড়্গ কাড়ি দিল বৃষ চোটে।
তাক পিলিলন্তু প্রভু জেন কলা গোটে।।
দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র জত করিল ক্ষেপন।
তাক পিলিলন্তু প্রভু দেব ত্রিলোচন।।
দেখি অম্বুৎবধা অদভুত মানি আছে।
এহি মহাদেব মুর্ত্তি জানিলন্তু পাছে।।
ধহার শরন বিনে নাহি আন গতি।
শুন বৃদ্ধ ঋতুরাজ পঞ্চ ভূপ বলতি।।
এহি বুলি মুঠি হয়া কৃতাঞ্জলি হৈল।
ভক্তি ভাবে স্তব পাছে করিবাক লৈল।।
নমো দিগাম্বর হর শংকর ত্র্যম্বক।
নমো শিব ত্রিপুর নমো ভর্গুর নায়ক।।
নমো নীল কণ্ঠ ভূতনাথ ত্রিপুরারি।
নমো সর্বেশ্বর নমো ভব ভয়হারি।।
নমো ভক্ত অনুরক্ত প্রবর্ত্ত অখিল।
নমো মহাযোগ ধন ব্রহ্মাণ্ডের প্রদীপ।।
নমো শূলপাণি নমো ধন্ব তত্ত্বসার।
নমো সদাশিব আগমের অগোচর।।
নমো বিভূতিত অঙ্গ বৃষভ বাহন।
নমো বাঘাম্বর পঞ্চানন ত্রিলোচন।।

তুমী চন্দ্র তুমী সুর্য্য তুমি হুতাশন।
তুমী ঈন্দ্র তুমী ব্রহ্মা তুমি সোনাতন।।
তুমি সত্ত রজস্তম ত্রিগুনের কর্ত্তা।
তুমী সৃজ তুমি পাল তুমি সর্ব্ব হর্ত্তা।।
এহি মতে অমুৎবধা স্তব করিআছে।
সুরগনে বেড়িআ রহিল তার পাছে।।
নহ নহ ভয়ঙ্কর মুখ সে সবার।
ব্যাঘ্র গজ গণ্ড গর্দ্দভের আকার।।
কত দেশ শিংহ মহিষ মুখাকৃতী।
কেহো হ্রস্ব কেহো দির্ঘ কেহো স্থু ল আতি।।
কারো এক দুই কান কারো তিন আখি।
কারো কর্ণ হানে যেন চটকের পাখি।।
অস্ত্রশস্ত্র ধরি আরম্ভিল বাজিবার।
দুই বাহু তুলি অমুৎবধা দেখি তার।।
বুলিলন্ত এহি এহি দেব দয়াময়।
জত দুঃখ তোমার দেখিতে হয় ভয়।।
যারো কিবা হেন মনে করি সার।
রাহু আইল পাতাল করিতে সংহার।।
তাতে তুমা যেমত পাঠিল বিধাতায়।
এতেকে হৈলেন বলি আপন ইচ্ছায়।।
নষ্ট হৈল প্রতিজ্ঞা না জিনো জদি রণ।
সে প্রকারে হৈব মোর অবশ্য মরন।।
এতেকে তোমার বলি হয়া মরি জাব।
তুমি তুষ্ট হৈলা জবে আর কিবা চাব।।

যেহেতু শিরক মোর কাটিল্যা সম্প্রতি ।
বলি দৈত্যো দৈত্যো পুত্রা ফুজগত পড়ি।।
হেন শুনি কুম্ভ হত্যা তপত বৎসুর ।
যুঁঝিলেন অশ্বত্থামা পুন মহাবল।।
এ মধ্যে পাক ম পাণ্ডু আছে যত রায়।
সমস্তরে সনাপতি হৈল আপুনায়।।
তা সভাঁর বধবিল ক্র পড়াস্ব বানে।
আছি সে হরিআ হৈবো অশেষ নিদানে।।
তুমী জাগ্যা অনায়াসে করিল্যা সংহার।
শুনী হরষিত হৈল দ্রোণের কুমার।।
তপত বৎসন মহাদেব তাত পায়ে।
দ্রোনির জটেক অস্ত্রশস্ত্র দিলিয়াছে।।
সবে সেহিকনে দিল ত্রিভুবন সাধি।
কুম্ভ হত্যা অশ্বত্থামা হৈলেক প্রনামি।।
পাছে কৃপ কৃতবর্ম্মা এ দুই বিরক।
যুজিলেন অশ্বত্থামা গৌরব পূর্বক।।
দুয়ারে রহে রথ ছোড় বুঝি প্রবেশো ভিতর।
সমবতো নিনান কালের বৈশ্যানর।।
সমুনস্য বধিবাক শীংহ জেন অমু ।
সেব পাণ্ডু পাক মেলের প্রবন্ধ মিলন রু।।
ঘোর বাহু যুত বৃক্ক জেহেন জাগে।
কমল বনক জেন সপ্তে সত্ত সাগে।।
সমে জেন বণ্ড ভণ্ড করিলেক বন।
তেআজি শত্রুক বুঝি সংহারো তেমন।।

কিন্তু জে সকল জাগি জায় দুয়ারদেশে।
সে গুটিক মায় তোরা থাকিও নিশ্চলে।।
কুপ কুতবুদ্ধিক তথাত থুআ তবে।
সে দুয়ারে নংখিল উম্মু গছুক গবুড়ে ।
দুয়ারে দুয়ারেঅমুৎখযা দেখে সে রাহুত।
পড়ি আছে হয়্যা কালনিদ্রায় নিদ্রিত ।।
বাহিরে চেতন আছে ভর জেমমত ।
পাকান সেনাক না দেখিল সে শতানত।।
সে গড়ের কিতরো ভিতরে অপর গড় আছে।
তাত দৈত্য গরুপুত্র প্রবেশীল পাছে।।
দেখিল পাকান সৈন্য হয়্যা কাল প্রশ্ত।
ভর জেন পড়ি আছে অজ্ঞানে সমস্ত।।
নাকি কারো কবচ কিরিটী অস্ত্রশস্ত্র ।
জানু হয়্যা পড়িআছে উঠি উঠি বস্ত্র ।।
গজমুখ মধ্যে গজরাজ জেন মত।
সুতিআছে দুষ্টবুদ্ধ তাথারে মথাত।।
পাত্রজান বাজে নাহি নিদ্রায় বিকল।
দেখি দ্রোনি কোপে জেন জলিল অনল।।
মাথে বাথি দিয়া চুলিত ধরি হাত।
ভুমিত পাড়িল টানি জাগাঞা নিদ্রাত।।
কণ্ঠে মুখ চিপিয়া ধরিল বামপদে।
ভুঁমিল দ্রোনিক তবে পর্থর সবদে।।
সুন গুরুপুত্র মোর বক্তেণ দেপ মিত্র।
পশুর আজেং মারনে লোক না থাকিবা থির।।

কৃপা কর অবিধি দুর্ভিক্ষ না যা যেন।
বিধিবতে যার জান্না স্বর্গ মতো জন্ম যেন।।
অম্বুৎখবা মোরে ছোরে কি শুন লোক।
উদ্ধ হস্তা গাছে ব্যাপিয়াছে ডোক।।
সুর্বক জাইবাক নাহিম কোন জানে।*
কোন উদ্ধ যদি দৈবে মেঘে দেবের সমাজে।।
এহি বুলি যার যুধিষ্ঠির বশিবুকে দিলে।
পশু যেন বাহিরেক ছিদ্র মজুরে।।
তারা সব কৌশলে কত বির খুটি আছে।
অম্বুৎখবা তাহার বজ্রে কাটি পাছে।।
এক দুই তিনি খণ্ড করিতে লাগিলেক।
গিরি দুৎশসন যেন বজ্র পাড়িলেক।।
দৈ দেব অস্পষ্ট কোলাহল কোটিনারে।
হস্তী অবশত জানিলেক যাবরজে।।
জানিল মর্ত্যলোকে হাহাকার করে মা-এ।
মাহাত্ম্য বরবরী কান্দে মর্ত্য পায়।।
কেহো বোলে প্রলয়ক আইলনু বুদ্ধদেব।
কেহো বোলে রাক্ষস মানুষ বোলে কেব।।
এ প্রকারে পরস্পরে যার্ত হয়া আছে।
অম্বুৎখবা রথত উঠিল তাত পাছে।।
শঙ্খ ভ্রম বদতি শুন সে বেতার কথা।
দ্রোপদির পঞ্চ পুত্র উঠি তবে তথা।।
শুনিয়া লোমক সন্য আছিল সে ঠাই।
তাক আরো অন্য সৈন্য সংগে পঞ্চ ভাই।।

*এখানে লিপিX লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ বর্ণ বিপর্যয় হইয়াছে। মূল দের প্রয়োজনে 'নাচে' শব্দটি আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া মনে হয়।

অস্ত্র শস্ত্র লয়্যা সবসনে আইল মন্ত্রী।
দেখে অসুরখথাক রথত আছে চড়ি।।
বাম করে বান্ধিয়াছে চর্ম্ম চমৎকার।
ধরিছে দক্ষিণ করে খড়্গ তিক্ষ্ণধার।।
রক্তে রক্ত বর্ণ হৈছে সবারে সহিল।
উদয় আদিত্য জেন জোড়িছে সাড়ির।।
কাটি কাটি শত্রুরে তুজঃ গুরুর কুমার।
কলখানি কালের জেন রুদ্র অবতার।।
তাক দেখি সে সকল অস্ত্র শস্ত্র ধরি।
জোগাবে ধরিলেক ধায়্যা চৌদিগে প্রাবরী।।
লোকের সংঘট্ট তবে দেখী সে বেলাত।
রথ হস্তু নাথী অসুরখাবা মাথারথ।।
আস্ফালিয়া ধরিল ভক্তবের কেশত।
তুষীত পাড়িল জেন সিংহে সিংহে মাতংগক।।
ভরি দিয়া তীরিয়া বুকত বর চোট।
শত্রুর মারনে খাড়িয়া ছুরি খায় পোট।।
দেখী সুধামদ্য জোগাবে গদা ধরি।
দ্রোণির হৃদয় তারিলেক মুষ্ট করি।।
যুদ্ধের প্রসাদে খাড়িয়াছে তেজবল।
সে প্রহারে ন টৈলেক কিছি তেক বিকল।।
তবে সুধান্বন্যু কুমারক জোগাবে ধরি।
তুলী চৈল উকারী বৃক্ষ জেন করী।।
সহিতের তুলি দিলেক আছাড়।
মরিল তুষীত পড়ি ছিন্ন হার খার।।

তাত পাছে দশগেশ নড়া লোমক সেনাক।
দ্রোণদির এক পুত্র আইল যুঝিবাক।।
হানীল তোমর অস্ত্র গদা মুদগড়।
তৈল কোলাহল কাটে যায় থরথর।।
এবতে আন দ্রোন তৈল কোঠের ভিতর।
বুদ্ধ চেতে অধর দ্রোনী তৈতে তাতপর।।
যতো পনি ডিবানি অক্ষেপর থাড়ি যায়।
কাটিল কাহার উরু কারো হাত পায়।।
কাটিল কাহারো শির শমর বিষমে।
এহিমতে যুদ্ধ পুত্র উজা থাড়ি ডুবে।।
পাকালগনের করিলেক হাহাকার।
তাক দেখী কোপ করি শিখণ্ডি কুমার।।
ঝাঁকি হানীল অনেক শীলিমুখ পঞ্চশণ্ড।
দেখি দ্রু অশ্বত্থামা ধিরে ধরিলা কোদণ্ড।।
শিখণ্ডীর শীলিমুখ সকলক বাজে।
খণ্ড খণ্ড করি কাটি পারিল মন লাজে।।
আরবা শিখণ্ডি মব হানিল অনেক।
তাক অশ্বত্থামা ধনু ধরি কাটিলেক।।
যে প্রকারে দুর্ঘো নিরে আছে ধুন্ধ করি।
পাছে গুরুপুত্রে শিতর বক মুখরি।।
ধনু এড়ি তার হস্তের কাটী খড়্গ খণ্ড।
যেদিনেনু দেখি শিখণ্ডির প্রবাদণ্ড।।
দেখি দুষ্ট হৈয়া হাস্য করি অশ্বত্থামা।
আহার বিক্রমের নাহি কেন উপমা।।

শুনিব আজী সে মোর জিবন সার্থক।
৫ পৌরসে যুজিবো আতো পিতুর জিনক।।
দৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিতে পাঞ্চালক।
করিবো আজি সে মোর সমর কুর্ভীত।।
অনন্তরে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের কুমার।
দ্রোপদির পুত্র প্রতিবিন্দ নাম তার।।
বরুণ চর্ম্ম অসি ধরি মেশবে ধাইয়া সে বেগাত।
দিলেক দ্রোনিক দৃঢ় খড়্গের আঘাত।।
শীবের প্রভাবে তাঙ্ক হয়াবে অভেদ।
ন ভৈল খড়্গের ঘাবে সোমগাছ ভেদ।।
দধীন কুপিত তার তবে দ্রোন সুত।
মারিল খড়্গের ঘায় অদ্ভুত ঘন ভুত।।
পড়িল ভূমিত ভেদ হয়া মাহাতাপ।
দেখী ভীমসুত সুতসোম ভৈল আগ।।
তাক দ্রোনী শিবের প্রভাবে জলেকত।
ভিন্ন খড়্গে কাটিল পড়িল ভূমীত।।
নকুল কুমার শতানিক দেখী তাক।
রথচক্র ধরি ধাইয়া গেল মারীবাক।।
তাক দ্রোনী শিবের প্রসাদে অবহীত।
খড়্গে কাটিল শনি পড়িল মহিত।।
দেখী শ্রুতকর্ম্মা সহদেবের কুমার।
কড়িল দ্রোনিক ধাইয়া পরিঘ প্রহার।।
শীবের প্রসাদে অশ্বত্থামা ধির তাক।
সহি রহিলন্ত কোন ন পাইল ব্যাঘাত।।

পাছে তার খড়্গে শীর দেহ হৈল দুটে।
তাক দেখী অর্জুনের শ্রুতকীর্তি ছুটে।।
দ্রোনীক ধরিব দ্রোণদেব ধরিল ধনুবান।
বাজ্যেক লোমক সৈন্য আছে জতবান।।
চাকিলনু তাক হথা অস্ত্র বৃষ্টি করি।
মেঘে ঝাড়িল জেন বিড়িক আবরি।।
অশ্বত্থামা তাক ন করিবা ত্যাগপাত।
রথে জেন বৃষ্টি সহি রহিল তথাত।।
পাছে কারো হাত কারো পাব খণ্ডে হানী।
শিবের প্রসাদে দেখিলেক হাহাযামী।।
জাক জথা পাল্য তথা অশ্বত্থমা বীর।
ধনুক যাররে তার কাটিলনু শির।।
খণ্ড খুণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়্যা গেল কাটা।
খণ্ডিল সকল তনু হৈল বিরঘটা।।
ব্রহ্মের প্রসাদে বল বাড়িছে প্রচুর।
ধরিলনু কান্দেশ শ্রুতকীর্তির চিকুর।।
কাটিলনু মস্তক খড়্গের বাড়ি চোটে।
বৃক্ষ জেন ভুমীত পড়িল কাষ্ঠ লোটে।।
আগ হৈলনু প্রতুশনে দেখীল তাক।
নিপুটী করিয়া কাটিলনু তা মস্তক।।
হরের প্রসাদে হয়্যা নিশঙ্ক নির্ভয়।
রাত্রির মধ্যে অশ্বত্থামা সেনা করে ক্ষয়।।
স্যাখ খড়্গ রক্তে হৈল আরক্ত।
তাত হস্ত ধুয়ে রক্তে পানি সেকালত।।

অপার বহিয়া অশ্বত্থমা তাত পাছে।
গেল রাজপুত্রগন যথা সুতি আছে।।
পড়িছে অচেষ্ট হয়া বিভোল নিদ্রায়।
দ্রোনসুতে হরষিতে -----------।।
তথা দ্রোপদির পুত্র দৌর্য্য ভাতৃচয় ।
বীর বন _ হত সুতি নিদ্রাত আছয়।।
বাছি বাছি অশ্বত্থমা ছেদিল সেকাল।
উষত মাতংগ যেন মদ দুর্নিবস্থিকাল।।
হস্তু হস্তিগন আছো পাশ্য অশ্বশালে।
কাটি খণ্ড খণ্ড কেল খড়্গের ঘন ঘায়ে।।
গুরু মহা বিদ্যাধর জব বুনি তাক।
অন্ধ তুত বাজিল ন পারিল চিনিবাক।।
পাছে গুজ্জুক লোমকের অতগন।
বারীর নিক্ষেপশ না রাখিল একোজন।।
যে সকল লোক দুয়ারদেশে ভাগে।
কৃপ কৃতবর্ম্মা তাক মারে মহারাগে।।
চিনিতে না পারে কাকো কেবা করে সংহার।
বাত্রিমধ্য আধি আধি করে হাহাকার।।
তাত পাছে অশ্বত্থমা সাথি কৃতকার্য্য।
দুয়ার গেল যথা কৃত বর্ম্মা কৃপাচার্য্য।।
তবে শেষে দুই বীর সংগে রংগমনে।
গেল উদ্ধ অংগে যথা আছে দুর্য্যোধনে।।
হেন কালে সে পক্ষের পদাতি লোকেক।
মারি মরে মরাছনে পড়ি আছিলেক।।

অবসর পায়্যা তাকেঁ সে কথা রাকুত।
যথা কৃষ্ণ পাণ্ডব তথাত উপস্থিত।।
কহিলনু রাজুর সভের সমাচার।
শুনি সমজ্যা তেজি মায়্যার আধার।।
সে সভুক বাশি পাণ্ডবক সেল মায়্যা।
দেখিলনু জত লোক আছে মত্যা হয়্যা।।
বিষ্ণুর মায়্যার কোনে জনু পায়।
তুমার সংহার করে কেমন উপায়।।
সেখানে মায়্যায়ে নিদ্রা করনু সাক্ষাত।
এখনে দ্রোনিক দিয়া করনু উৎপাত।।
জত জীব সবে বিষ্ণু ভেদ নাহি জানে।
জন আর জনের বুদ জে সব প্রান।।
অতেএক ভেদবোধ মায়্যায় করায়।
তাক জদী জিনিবা ভজিও হরী পায়।।
তাকেঁ বিনে মায়্যায় কেবা করিব জনু।
মায়্যার নিস্তারা জান সেহি ভগবনু।।
ভক্তি পরায়ণ রাজা মোদনারায়ণ।
দিলে তাঙ্কে অন্ন উঞ্চ্য অনেক ব্রাহ্মন।।
মহিনারায়ন তার পিতৃকা পী[illegible]। পীড়ুর।
সুক্রো কর্ম্ম বুদ্ধি বিষ্ণু জেন মহাবির।।
তৈছে করি কীর্ত্তির রাজপুত্র পায়।
আছিল তুলনা তার বিদুরে সে মাএ।।
অনুপ কুমারী মাতৃ পিতৃ ধ্যান রুপ।
দুর্যোজন সিদ দেবমুর্ত্তি জন দেবের অংশ।।

এদেশে আর্দুব করি রাজ সুদ ্ব কায়।
জাকেঁ ভাগবত তনু শ সোরর প্রায়।।
তাকেঁ জে পার্থিনি করে পুজাপাঠ কালে।
সে শ্রী চিত্রক্ষিজব যোদনারায়ণ।।
তার সংরশে আমি অন্ন সব বিতুবন।
আশীর্ব্বাদ করি রবি কৈল্যো বিজ্ঞাপন।।
তোমার পিতৃর প্রান ভূপের আজ্ঞা য়।
ভনিল্যো পৌথিক পর্ব্ব পদক আদায়।।
তুষীল্যো শুনিরা জদি নৃপতি তিলক।
তবে পরিশ্রম মোর সকলে সার্থক।।
বাতুল্যক ভরে পদ না করিল্যোঁ আর।
বোলা রামকৃষ্ণ হরি তরল্যো পাংসার।।

রাগ নাগরী ॥ রাগ সুআই ॥ ++

শুন শুন রাজা হয় ।

শুন শুন রাজা কহে সপ্ত দূত।।

দেখি মরিয়াছে সবে কৈকয় ।

মরিয়াছে পাণ্ডু পাঞ্চাল জত।

সোমক [illegible] হৈছে হত।

বধিছে নির্দয় দ্রোণ দ্রোণের সুত।

হয় হস্তি হত হৈছে বহুত।।

রুধিরে রক্ত হৈছে ঠাবে ঠাবে ।

আসীছে তথাত চামুণ্ডা যাবে।।

শ্যাম তুণ যেন অগ্নি জলিছে।

রক্ত মাল্য বস্ত্র রক্ত পিন্ধিছে।।

নব নব জিহ্বা দণ্ড করাল।

রুধির পিবে মুণ্ড ছেদ মুণ্ড মালা।*

রক্ত চন্দন পিন্ধে [illegible] অঙ্গে ।।২**

ফিন ফিন শব্দ করে ডাকীর।

মাংস খায় আরো পিবে রুধির।।

সেনার রক্ত চন্দনে লেপিত।

রক্ত মালা রক্ত বস্ত্রে ভূষিত।।

পাণ্ডবি সেনাক খান দিছে রণে।

নবত্রা নরহরি পাড়ুয় বলে।।

---

* ছন্দের প্রয়োজনে এখানে 'মালা' না হইয়া 'মাল' হওয়া উচিত ছিল।

** মনে হয় এখানে 'পিন পিন্ধে' শব্দ দুটি হইবে। লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ 'পি' বর্ণটি লোপ পাইয়াছে।

সবক কতেকে তৈজায় ই বহি ।
নৃত্য করে কেহ উপাড়ে রহি।।
বস্তু বড়ি কেহো হার ডোবায়।
উৎকট বিকট পিংগট কায়।।
কতেক কিলাকিল শব্দ করি।
করনু অন্যে অন্যে ধরা ধরি।।
দেখিতে অতি ভয় লাগে ঘোর।
বৃক্ষে র মায়া কে পাবে ঘোর।।
শিবের মায়া কে পাবে অনু।
স্তুতিএ তুষ্ট হয়্যা ভগবানু।।
ভৌমিক দিয়া দেব কি প্রকারে। প্রকার।
কেমনে বর্ণিবা ভুমির ভার।।
চিরায়ু রাজা যোদ নারায়ণ।
আবদ দিনিয়া কর দরশন।।
কন্দর্প নারান্য তাহ্যন্য অতি।
ধৈর্য্যে জিতেন ত্রিদ্বের সুরতি।।
লোক অনুরাগী একাকার।
নাহি কোন দেশে কোন রাজার।।
তার পিতৃদেব গ্রাম নরেন্দ্র।
শত্রু করিল ক্ষেত্র যত বৃন্দেন দ্র।।
তার দান বৃষ্টি পায়্যা সবন ।
তাহক গণের সন্তোষ মন।।
তার আজ্ঞা র পরমানে।
দ্বিজ কবিরাজ ভনে গদাপর্ব সুন্দেশ ভাষায়।।

পদ ঃ ঃ ।।

সঞ্জয় বদতি শুন নৃপতি শরন্য ।
রাজ্যর মধ্যে অশ্বৎথমা বাজি সবে মন্য।।
যুধিষ্ঠির নন্দী কোতোহলে বহাইলেক।
ধরনি তলত জেন বৃক্ষ ভাঙ্গীলেক।।
হস্তি হৈল কুম্ভির ঘোটক ঘড়িয়াল।
যেন বাৎশ শঙ্কু হৈল চিকুরে সেঞাল।।
পৃষ্ঠে হৈল পর্ব্বত দুন্দুভি হৈল মগর।
অনুসর উর্ম্মি হৈল দেখি লাগে ডর।।
এমত বহিলো কালী অশ্বৎথমা বির।
রণে বধা গাছে পঞ্চ তনুয়ের শির।।
তিনো বির তিনি রথে চড়ি আসিলন্ত।
শুনি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ক পুছিলন্ত।।
যুধিষ্ঠির অমাত্য মাধিলেক অশ্বৎথমা।
জদি এহিমতে তারা বিরের বধিবা।।
রাজ্য কড়ি লবন আছিল দুর্য্যোধন।
এ কর্ম্ম তখন ন করিল কী কারণ।।
সঞ্জয় বদতি কথা করো পরবর্ত ।
কৃষ্ণ সবে লগতে সেকাল তিনি পার্থ।।
সহদেব নকুল সাত্যকি রিরচন্দ্র ।
আছিল কৃষ্ণ র সবে রক্ষিতে সনিষে নির্ভয়।।
তাক ভয় সে বেলাত এ কর্ম্ম ন কৈলা।
এবে পাণ্ডবের বধিবা সে যেন হৈল।।
গোবিন্দ দেবর অন্য ভুত বধিবা রাজা জান।
দৃষ্টি সংহারের হেতো সে নিদান।।

তাহেঁ হরী তাহেঁ হর তাহেঁ সে বিধাতা।
তাহেঁ বিনে অন্য নাহি ভক্তি মুক্তি দাতা।।
বৈশম্পায়ন কহে শুন রাজা শতকর্ণী।
রণস্থলে নাহি তবে কৃপ কৃতবর্ম্মা।।
সমীপ চাপিয়া তাত যাহে কতোক্ষন।
দেখে প্রভু অচেতনে পড়ি আছে দুর্য্যোধন।।
কণ্ঠাগত হৈছে প্রান জানিতে চাহে ছুটি ছুটী।
রক্ত কর্দ্দমিত কলেবর আছে লুটি।।
নিশ্বাসতে নাকে মুখে উঠের ফোঁপে রক্তপতে।
যেন পর্ব্বতের গড়া গিরিক নিকলে।।
কতো মোহো হয় কত নহে চেতনক।
পদায় বেদায় পুণ্যাদের এশ্ব্যাদক।।
শৃগালের গাহন তার তুম জিবার আগে।
কুকান কুকুরে বেড়ি আছয়ে চৌপাশে।।
আমায় সগুন সব আমী ডাকে কাক।
বাহো বাহো কড়িয়া বেড়ি আছে তাক।।
দেখি কৃপকৃত ত্রয়া ত্রচণ্ড প্রতাপ।
করীতে লাগিল দুঃখে অনেক বিলাপ।।
হাহা বাপ দুর্য্যোধন এ দুখ তোমার।
দেখিতে পরান কেনে না জায় আমার।।
পুষ্প সজ্যা পরিহরি মুক্তিম ভূমিত।
তেজিয়া চন্দন হৈছে ধুলি ধসরিত।।
বির সব মুড়ি সংজ্ঞে আছে ভুতপন।
হরি হরি বিধির এবলে বিরম্বন।।

কথা শেষ বিচিত্র মন দ্বিজ মনোহর।
কথা শেষ চল প্রতাপ সভ্যার উপর।।
রাজ তুল্য সেবক সকল কথা কৈল।
উদয় পুছিয়া ভজন সূর্য্য অস্ত গৈল।।
এ বুলি রাজার পুত্র পুছিল বদনে।
যাহো হৈয়া দুর্য্যোধন আছে অচেতনে।।
বড়ি আগাবর উঠ উঠ মহারাজ।
অশ্বত্থামা সাধিব তোমার সবে কাজ।।
পাঞ্চাল প্রভুরে সহ্ সবাকে বধিল।
প্রসাদে তুষী অপাপ জবা করিদিল।।
তবে রাজা দুর্য্যোধন হৈয়া হরষিত।
সে কথা শুনিঞা চক্ষু মেলিল কিঞ্চিত।।
যেন মমযুত আগ হৈয়া অশ্বত্থামা।
কহিতে লাগিল রাজ্য মুখ দুবর ধরিয়া।।
মনোরথ মহারাজা তোমার পুরিল।
কেকয় পাঞ্চাল পাণ্ডু সৃঞ্জ সৃঞ্জয়ক বধিল।।
উত্তমৌজা যুধামন্যু শিখণ্ডি অপর।
ধৃষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নকো পেষিলো যমঘর।।
প্রভদ্রক সাথক সবাকে শাল কৈলো।
দ্রৌপদির পঞ্চ পুত্র তাকো বিনাশিলোঁ।।
পাঞ্চাল গোটে শির তার আনিলো এথা।
আজ্ঞা কর আগ করী দেখিয়ো সাক্ষাত।।
পাণ্ডবক বিচারি ফুরিলো ভাগে ভাগে।
পরত তোমাক রাজ মনিঞা কহিছে।।

যমত জানিহে নাহি কৃষ্ণের অজ্ঞান ।
জানে তাঁরে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান।।
একারণে শতানাসুর করি পাণ্ডব ।
রাখিলে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চ রক্ষা এহি নিমিত্তক।।
শুনি হৈলা বিষাদ হরিষ দুর্য্যোধন।
গুরুর পুত্রক পাছে শুনিলা বচন।।
মোর মনরথ তুমি করিলে সাফল।
ধন্য ধন্য ধর্ম্ম অশ্বত্থামা মহাবল।।
ধন্য কৃপ গুরু কৃতবর্ম্মা বীর আর।
আপন কাজের মন এ তুমী সে আমার।।
যে করিলা তুমি হৈলো পরম উপায়।
এহিখানি কহিয়াছ হৈল সর্ব্বনাশ।।
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র মারিলা সকল।
দূর হৈলা দুঃখ পাণ্ডবের পিণ্ড জল।।
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পিতৃ মাতৃ গান্ধারীক।
কোজন প্রতিপাল করিবে দৈবানিক।।
ঘোর দুঃখ সাগরে মজিলা অনুক্ষণ।
নগরে বুলিব ভিক্ষা মাগি দুর্য্যোধন।।
লোক বুঝি মারীগন কান্দিয়া কান্দিয়া।
মাহালোকে বলিব বিদির্ণ হৈয়া হিয়া।।
কৃপ কৃত বর্ম্মা অশ্বত্থামা শুনি তাক।
তিন জনে মনদুঃখে বুলিল রাজাক।।
মৃত্যুকালে দুঃখ রাজা কর পরিহার।
আছে রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।।

সবাকে পাবীব তাঙ্কে জানিবা সর্ব্বথা।
একথাক না মানিবা কদাপি অন্যথা।।
তাবাত অধিক তাঙ্কে পান্ডবির ভক্তি।
পান্ডবিদ্যো তেবতে তাবাত অনুবন্ধ।।
দুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র সুপতিক কর্ণ রায়।
কায় বাক্যে মনে যজ্ঞ যানে পাপ ভু পিছু পায়।।
এ সবাক তাঙ্কে পাবিবেক সর্ব্বদায়।
বিহাত সংশয় না করিবা এ কুব্বুরায়।।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল হস্তিনা পুরত।
তাক কষ্ট না করিবা যত্ন কারত।।
দুর্য্যোধন বোলে সবে কৈলো পক্ষিহার।
ফলভোগ করে সবে কর্ণ অনুমাত্র।।
তুমী আমি সবে মিথ্যা জানিলো নিশ্চয়।
যে নিয়ম বিধাতার তাঙ্ক যাব হয়।।
কেবলে জগতে চলে পাপ আর পুন্য ।
পক্ষিরবে সবে বিচাক্ষিলে পর্য্যো সুন্য ।।
এহি বুদ্ধি বোলে জ্ঞান দন্ড অবমর্দ্দি।
ইন্দ্রক চিত্ত চিন্তিআ রাজা শক্তি ।।
চিন্তামনি প্রাণ পক্ষিহরি লেল চলি।
যুধিষ্ঠির পক্ষির সহির পোকে চালি।।
দেব পাছে দেবের সভার মধ্যি থানে।
কহিত অধিক দেখা কোন বলবান।
মাহারাজা দুর্য্যোধন কুরুগতে জাত ।
মানি মানি বলবিষ্ণ সবে আছে জাত।।

তাহেঁ কাল প্রশস্ত হয়্যা যুদ্ধ দূর হৈল হত।
পড়ি রৈল রাজ্যতার ধনজন যত।।
অসার সংসার জানি যাহা [illegible] মায়াময়।
সৎ সঙ্গের ছায়া জেন সুখ না হয়।
নিত্যজ্ঞান আনন্দ স্ব মুরতি নারায়ন ।
সেহি সে পরম বস্তু ভব বিমোচন।।
দ্বিজ কবিরাজে ভনে এহি সারাসদ।
ডাকি রামকৃষ্ণ বোল খণ্ডক আপদ।।
একেশতে* দুই চারি এহি সকে গনি ।
নরসিংহ যাহাদ্বিজ জেন যাহা মুনি।।
সততে সেবক অর্চে কর্ম্মত কুসলা।
যদাপর্ব পদ লেখা হৈল সাংগবেলা।।
শুক্রবারে বৈশাখের তিথি অষ্টমীত।
পদের পন্ডিত দেখী বসত বিস্মিত।।
গুড়িয়া হাট গ্রামে থাকে যাহা কর্ম্মশিল।
বিদ্যাত নিপুন শীতো কর্ম্মত সুশীল।।

---

* মনে হয় এখানে 'একেশাতে' হওয়া উচিত ছিল, লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ 'একেশতে' হইয়াছে। অবশ্য এই পংক্তিটির বাম দিকে সংখ্যা দিয়া '১৭২৪' এই রূপ লেখা ছিল।।